সিপাহী বিপ্লবে মুসলমানদের অবদান

শেখ মুহাম্মদ লুৎফর রহমান

সিপাহী বিপ্লবে মুসলমানদের অবদান

জেলা পর্যায়-২০১৪
কবিতা আবৃত্তি-১ম স্থান

শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান

সাব্বির

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সিপাহী বিপ্লবে মুসলমানদের অবদান
শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান
ইফাবা প্রকাশনা : ৮৫৪/১
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.০৯
ISBN : 984—06—1137—2

প্রথম প্রকাশ
মার্চ ১৯৮১

দ্বিতীয় সংস্করণ
জুলাই ২০০৭
শ্রাবণ ১৪১৪
রজব ১৪২৮

মহাপরিচালক
মোঃ ফজলুর রহমান

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১২৮০৬৮

প্রচ্ছদ
জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১১২২৭১

মূল্য : ২৬.০০ টাকা

SIPAHI BIPLOBE MUSALMANDER ABODAN (Muslim Contribution to Sepoy Mutiny) : Written by Sheikh Muhammad Lutfar Rahman and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207, Phone : 8128068 July 2007

Website : www.islamicfoundation.org.bd
E-Mail : islamicfoundationbd@yahoo.com

Price : Tk 26.00 ; US Dollar : 0.75

সূচিপত্র

প্রকাশকের কথা

১৭৫৭'র ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরেজদের কাছে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহ্‌র দুর্ভাগ্যজনক পরাজয় ঘটে। এর পরিণতিতে বাংলাদেশের শাসনভার ইংরেজদের হাতে চলে যায়। অচিরেই গোটা উপমহাদেশই তাদের কঠিন শাসন-শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে। লক্ষণীয় যে, বণিক ইংরেজের হঠাৎ করে শাসক বনে যাওয়া এবং উপমহাদেশের জনগোষ্ঠীর উপর তাদের দমন-নিপীড়ন সর্বস্তরে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি করে। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতাসচেতন ও পরাধীনতা-বিরোধী মানুষ কখনোই ইংরেজ শাসনকে মেনে নিতে পারেনি। আর সে কারণেই পলাশী যুদ্ধের অত্যল্পকালের মধ্যেই একের পর এক ইংরেজ-বিরোধী বিদ্রোহ-যুদ্ধ-আন্দোলন সংঘটিত হয়। এর মধ্যে ফকির বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ, তিতুমীরের লড়াই, ফরায়েজী আন্দোলনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব ধারাবাহিক সংগ্রামেরই চরম পরিণতি হলো ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব যাকে পরবর্তীতে উপমহাদেশের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করা হয়। বলা দরকার, সিপাহী বিপ্লবে উপমহাদেশের প্রধান দু'টি ধর্মীয় সম্প্রদায়—হিন্দু ও মুসলমানদের একটি অংশ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছিল। তাই সত্যের খাতিরেই বলতে হয় যে, এটি কোন বিশেষ জাতি বা বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিপ্লব ছিল না—এটি ছিল উপমহাদেশবাসীর সম্মিলিত বিপ্লব, অন্যকথায় প্রথম জাতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ। তবে, একথা অনস্বীকার্য যে, হিন্দু সিপাহী বা ক্ষমতাচ্যুত রাজ-রাজড়াদের কিছু অংশের অংশগ্রহণ সত্ত্বেও এ বিপ্লবে মুসলমানদের অংশগ্রহণ ছিল অধিকতর ব্যাপক। আর তাই সিপাহী বিপ্লবকালে ও পরবর্তী সময়ে গোটা উপমহাদেশের মুসলমানরাই একচেটিয়াভাবে ইংরেজদের দমন-নির্যাতন-নিপীড়ন ও প্রতিশোধের শিকার হয়। এক কথায়, সিপাহী বিপ্লবে ভূমিকার জন্য মুসলমানদের চরম মাশুল গুণতে হয়। আলিম-ওলামাসহ প্রায় আটাশ হাজার মুসলমানকে ইংরেজরা ফাঁসি দিয়েছিল। কিন্তু প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়কে মোটেই এত কঠিন মাশুল দিতে হয়নি।

বিশিষ্ট গবেষক শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান 'সিপাহী বিপ্লবে মুসলমানদের অবদান' শীর্ষক নাতিদীর্ঘ ও গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাধর্মী গ্রন্থটি রচনা করেছেন। এ গ্রন্থে তিনি তাঁর ভাষায় "সংক্ষেপে ১৮৫৭ সনের স্বাধীনতা সংগ্রামের কারণ ও ফলাফল এবং মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ'র ভূমিকা" তুলে ধরেছেন। শুধু তাই নয়, "কেবল মুসলিম দৃষ্টিকোণ

থেকেই তিনি ঘটনাটিকে দেখার প্রয়াস পেয়েছেন" বলে এটি এক বিশেষ মূল্য লাভ করেছে। বাংলাদেশে এ বিষয়ে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ দীর্ঘদিনেও রচিত হয়নি। এ বিবেচনা থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮১ সালে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশ করে। প্রকাশের পর পরই সুধী সমাজ ও গবেষকদের কাছে গ্রন্থটি ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। আগ্রহী পাঠকদের উপর্যুপরি তাগিদের প্রেক্ষিতে বর্তমানে এটি পুনঃ প্রকাশ করা হলো। আশা করি, এটি পূর্বের ন্যায় সুধী পাঠক-গবেষকদের কাছে সমাদর লাভ করতে সক্ষম হবে।

আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যের রূপায়ণভিত্তিক গ্রন্থ প্রকাশের সদিচ্ছাকে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন কবূল করুন। আমীন!

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

পট ভূমিকা

আঠার'শ সাতান্ন। ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় বছর। ভারতে মুগল শাসনের স্মৃতিচিহ্ন তখনও ভারতবাসীর মন হতে মুছে যায়নি। সে কারণেই হিন্দু মুসলিম এক কাতারে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল। 'বিধর্মী ইংরেজদের' ভারত-ভূমি হতে বিতাড়ন করার জন্য হিন্দু শপথ নিয়েছিল গঙ্গা ও তুলসী স্পর্শ করে আর মুসলমান শপথ করেছিল পবিত্র কুরআন স্পর্শ করে। তারা জাতি হিংসা ভুলে মুগল পতাকাতলে দাঁড়িয়ে পাশাপাশি ইংরেজদের বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। "মুসলিম হিন্দুরে বাঁধি প্রেমের বন্ধনে"–বীরের জাতি সেদিন যে সংগ্রাম ক'রেছিল স্বয়ং শত্রুপক্ষ ইংরেজ সেনাপতিও সে সংগ্রামের প্রশংসা না করে পারেনি। কিন্তু মুসলমান সেদিন চিন্তাও করতে পারেনি যে, তারা বিজাতীয় প্রভাবাধীন ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতে এসে গেছে, আর মারাঠীরাও বুঝতে পারেনি যে, হিন্দু-সম্প্রদায়ের ভারতীয় জাতীয়তাবোধ তখন নিদ্রাচ্ছন্ন। সংগ্রামে বীরেরা বীরের ভূমিকা পালন করল বটে, কিন্তু কাপুরুষেরা তাদের হীন ভূমিকা পালন করতে দ্বিধা করল না। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের চূড়ান্ত বিজয়ের মুহর্তেও তারা ষড়যন্ত্রের জাল বুনল, শত্রুদের সাহায্য করল, ব্যক্তি স্বার্থের বেদীতে জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলী দিয়ে কিনে নিল দাসত্ব। ব্যর্থতা আর বেদনার, গ্লানি ও অপমানের করুণ দৃশ্য টেনে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের যবনিকা পতন ঘটল।

কিন্তু ১৮৫৭-এর ব্যর্থ সংগ্রামের পর ভারতের রাজনৈতিক আকাশেই শুধু পরিবর্তন এল না। পরিবর্তন এল সমাজ জীবনে এবং মানুষের মানসিকতায়। হিন্দু মুসলিম প্রেমে ফাটল ধরানো হল রাজনৈতিক অপকৌশলের মাধ্যমে। মুগলদের অখণ্ড সমাজ প্রতিষ্ঠার সেই মহান আদর্শ ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেওয়া হ'ল, প্রতিষ্ঠিত হ'ল বিভাজিত সমাজ–সেখানে এক ভারতবাসী আর নয়, হিন্দু ও মুসলমান দুটি জাতি। হিন্দু জড়বাদী সম্প্রদায় ভাবল যে, তারা এতকাল মুসলমানদের তাঁবেদারী করেছে এখন তারা ইংরেজদের তাঁবেদারী করবে। এতে তাদের কোন ক্ষতি নেই, বরং সেটা প্রভুবদল মাত্র। কিন্তু মুসলমানদের ক্ষতি হ'ল বেশী – তাদের রাজ্য গেল, চাকুরী গেল, মর্যাদা গেল, অর্থ-বিত্ত গেল, গেল প্রভাব ও প্রতিপত্তি। এককথায় তাদের সবই গেল। হিন্দুরা সাধু সেজে সংগ্রামের সব দোষ মুসলমানদের কাঁধে জচপিয়ে দিয়ে ইংরেজ শাসকদের কৃপাদৃষ্টি লাভ করল। অপরপক্ষে মুসলমানেরা যথাসর্বস্ব হারিয়ে ইংরেজ ও হিন্দু এই দুই সম্প্রদায়ই যে তাদের পরম শত্রু তা ভাবতে শিখল।

দেশের আলেম সমাজ স্বাধীনতাযুদ্ধে সার্বিকভাবে অংশগ্রহণ করেন। সংগ্রামের প্রচারণা, সংগঠন ও সেনাপতিত্ব প্রায়ই তাঁদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। কাজেই তাঁদের ওপরই নেমে এল কঠোর নিপীড়ন। হাজার হাজার আলেমকে বিচারের নামে প্রহসন করে ফাঁসি দেওয়া হল আর অগণিত আলেমকে আন্দামানে নির্বাসিত করা হ'ল। দেশকে ভালবাসলেন বলেই তাঁরা হলেন দেশদ্রোহী, শাসনের নামে শোষণের প্রতিবাদে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালেন বলেই তাঁদের হল প্রাণদণ্ড। অদৃষ্টের পরিহাস। বীরের জাতি হল অধঃপতিত, শাসক হল ভূলুণ্ঠিত, ইতিহাসের নায়ক গেল যবনিকার অন্তরালে আর কাপুরুষেরা তাদের উজ্জ্বল পৃষ্ঠা মসীবর্ণ করে দিতে শুরু করল এবং বিজাতীয় ঐতিহাসিকরা তাদের স্থান দিল ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে। নতুন প্রভুর আস্থাভাজন হওয়ার জন্য হিন্দুরা উঠেপড়ে লেগে গেল এ দেশবাসীকে তাদের ইতিহাস ভুলিয়ে দিতে–বীরকে ভীরু সাজিয়ে আর দেশদ্রোহী কাপুরুষকে বীরবেশে সাজিয়ে কত রংয়ের খেলাই না তারা লেখতে লাগল!

হিন্দু ও ইংরেজগণ মিলে ভারতীয় মুসলমানদের কৃষ্টির বিরুদ্ধে এমন অশুভ তৎপরতা চালাল যে, মুসলমানী রীতি-নীতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, নামধাম, পদবী কিছুকালের জন্য হেয়প্রতিপন্ন হ'ল। আলেম সমাজ সমাজে হেয় হতে লাগলেন, মাদ্রাসা শিক্ষা মর্যাদা হারাতে লাগল, মুগলদের বড় বড় পদবীধারী ব্যক্তিবর্গ সমাজে অচল হয়ে পড়লেন, নবাবী পোশাক পেল দারোয়ান আর বাদশাহী আমলের খান-ই-সামান "খানসামা"তে রূপান্তরিত হয়ে অফিসারের হুকুমবরদার ভৃত্যে পরিণত হল।

শত্রুরা তখন ভুলেই গিয়েছিল যে, মুসলমানেরা একটি সঙ্ঘবদ্ধ জাতি, একটি সুসংগঠিত মিল্লাত, একটি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সম্প্রদায়। ইসলাম একটি ধর্ম, একটি আসমানী শক্তি, একটি বিপ্লব, স্বাধিকার ও স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার একটি বজ্রশপথ এবং সর্বোপরি সত্য ও ন্যায়ের পথে নিবেদিত।

ধন্যবাদ ইংরেজ ও হিন্দুদের সেই অশুভ পাঁয়তারাকে যা এ দেশীয় মুসলমানদের দুর্ভেদ্য ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ করে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার পথে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে দিল। বাদশাহী ও চাকুরী হারিয়ে তাদের যে শিক্ষা হয়নি ১৮৫৭ সনের পর মুসলমানদের সেই শিক্ষা হল। ১৮৫৭ সনের হাজার হাজার বীর শহীদান ভারতীয় মুসলমানদের জন্য ভারতের মাটিতে জন্ম দিয়েছিল একটি নতুন জাতির–ভারতের আধুনিক মুসলমানদের। সেই কারণে ভারতের মুসলমানদের ইতিহাসে আঠারশ সাতান্ন সন একটি মহাপরিবর্তনকারী ঘটনা। ১৮৫৭ সনের বীর শহীদানেরা সেই কারণেই আজ আমাদের প্রাতঃস্মরণীয়।

১৮৫৭-র পর নরাধম ইংরেজগণ মুসলমান ভদ্রলোকদের ধরে শূকরের চামড়ায় জীবন্ত পুরে দমবন্ধ ক'রে হত্যা ক'রত, আহত সৈনিকদের জ্বলন্ত আগুনে ফেলে দিয়ে আনন্দ পেত, গ্রামবাসীদের ধরে নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচার করতে করতে হত্যা করত। এ অত্যাচার যে তারা নির্ভয়ে ক'রত তা নয়, বরং তারা মনের ঝাল ঝাড়ার জন্য করত

এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়কে কাছে টেনে নিয়ে নির্ভয় হওয়ার ব্যবস্থা করত। এদিক দিয়ে তারা সফল হয়েছিল এবং সাম্প্রদায়িকতার বীজ তারা সারা ভারতে ছড়িয়ে দিয়েছিল। অথচ মাত্র কয়দিন পূর্বেই হিন্দু-মুসলিম ছিল অখণ্ড এক জাতি–ভারতীয়। মৌলানা আবুল কালাম আযাদও এ বিষয়ে দুঃখ করে লেখেন, "India faced the trial of 1857 as a united community. How is it then that within a few decade communal differences became as obstacle to Indian nationhood ? It is a tragedy of Indian history that this problem became more and more serious till atlast a salution had to be found by partitioning the country on a communal basis."[১]

১৮৫৭ সনে ভারতীয় মুসলমানেরা সত্যি কি করেছিল এবং ১৮৫৭-র ঘটনায় তাদের উপর কোন কারবালা নেমে এসেছিল তা এখনও এদেশবাসীর কাছে রহস্যাবৃত হয়ে আছে। ১৮৫৭'র উপর মুসলমানদের জাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এখনও গবেষণা চলেনি। গবেষণা করে আমাদের প্রকৃত তথ্য বের করতে হবে। ভারতের আধুনিক মুসলমানদের ইতিহাসের জন্য আঠারশ সাতান্নই হবে মূলভিত্তি। কাজেই বিজাতীয় ঐতিহাসিকদের রচিত কতিপয় ইতিহাসের উপর নির্ভর করে ভারতের আধুনিক মুসলমানদের ইতিহাস গঠন ও পাঠনে বিঘ্ন রয়েছে বৈ কি! এই বিঘ্ন দূর ক'রতে হবে আমাদের দেশের নতুন গবেষকদের। অন্যথায় আমরা ভবিষ্যৎ বংশধরের কাছে দায়ী থেকে যাব।

আঠারশ সাতান্নর ঃ তথ্যবহুল ইতিহাস রচনা স্বল্প পরিসরে বা ব্যক্তিবিশেষের লেখনিতে সম্ভব নয়। অত্র পুস্তিকা **আঠারশ সাতান্নর** আভাসমাত্র। সংক্ষেপে ১৮৫৭ সনের স্বাধীনতা সংগ্রামের কারণ ও ফলাফল এবং মুগল সম্রাট বাহাদুর শাহের ভূমিকা অত্র পুস্তকে রচিত হল। এতে কেবল মুসলিম দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনাটিকে দেখার প্রয়াস পেয়েছি মাত্র। পাঠকই নিরূপণ করবেন এতে আমি কতটুকু সফল হয়েছি।

শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান
অধ্যাপক,
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়,
রাজশাহী।

৩০ শে মে, ১৯৮০

১. Surendra Nath Sen, Eighteen Fifty Seven, (Calcutta, 1958), Foreword xviii.

অধ্যায় এক

শেষ মুগল বাদশাহ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে ভারতীয় উপমহাদেশর স্বাধীন ও সার্বভৌম সম্রাট হিসাবে ঘোষণা করিয়া ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে সমগ্র উপমহাদেশব্যাপী যে অভ্যুত্থান হয় তাহাকেই আধুনিক নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকগণ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু সমসাময়িককালের বিবরণদাতাগণ সেই সংগ্রামের গতি-প্রকৃতি লইয়া একমত নহেন। মেট্ কাফ্[১], ম্যালিশন[২], বল্[৩], কয়ি[৪] প্রমুখ ইংরেজগণ সংকীর্ণ অর্থে সেই সংগ্রামকে মিউটিনী (Mutiny) বা আংশিক বিদ্রোহ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সৈয়দ আহমাদ খান[৫], উহাকে বাগাওয়াত, এবং যহীর দেহলভী[৬], উহাকে গাদর বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। মাওলানা ফজলে হক খায়রাবাদী উহাকে সাওরীয়া বা অভ্যুত্থান[৭], পণ্ডিত কান্‌হাইল উহা বাগাওয়াত্ এবং মাহারিবা-ই-আযীম[৮], বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার[৯] এবং এস, এন, সেন[১০] উপরোক্ত মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। চার্লস মাটিন[১১] মন্তব্য করিয়াছেন, "The revolt of 1857 was a military movement, it was not a national rising," কেভ ব্রাউন[১২] সেই সংগ্রামের মধ্যে জাতীয়তাবোধের চিহ্ন পাইয়াছেন এবং হান্টার[১৩] সাহেবও সেই অভ্যুত্থানের মধ্যে ভারতীয়দের জাতীয়তাবোধের সন্ধান পাইয়াছেন। মৌলভী ফজল হক (যিনি আন্দামানে নির্বাসিত হন এবং ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তেকাল

---

১. MetCalfe, C.T. : Two Native Narratives to the Mutiny of Delhi.
২. Malleson J. B. : History of the India Mutiny of 1857-58.
৩. Charles Ball : History of Indian Mutiny.
৪. Kaye, J. W.: A History of the sepoy war in India 1857-58.
৫. Sayed Ahmed khan : Asbab-i-Baghawat-i-hind.
৬. Zaheer Dehlavi; Dastan-i-Ghadar.
৭. Fazle Haq, Maulana : Muqaddima-i sauriya -i-Hindiyah.
৮. Kanhiya'al, Pandit: Tarikh-i-Baghawat-i-Hind.
৯ R. C. Majumdar : The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857.
১০. S. N. Sen : Eighteen Fifty-Seven.
১১. Charles Martin : La puissance Militari des Anglais dans.
১২. Cave Brown : panjab and Delhi in 1857.
১৩. The Indian Musalmans; p. 147.

করেন) সেই অভ্যুত্থানকে ভারতের বিপ্লব[১] বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের আধুনিক ঐতিহাসিকগণ সেই সংগ্রামকে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বা ইংরেজ বিতাড়নের প্রথম মুক্তিযুদ্ধ হিসাবে স্বীকার করিয়া উক্ত যুদ্ধের যথার্থ[২] মর্যাদা নির্ধারণ করিয়াছেন।

১৮৫৭ সালের যুদ্ধের কারণগুলি বিশ্লেষণ করিলে সুষ্ঠুভাবে প্রতীয়মান হইবে যে-কোন একটি শ্রেণী বিশেষ কারণে যুদ্ধ আরম্ভ করে নাই। দিল্লীর শাহী পরিবার হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলার একজন সাধারণ কৃষক বা ক্ষুদ্র তাঁতি পর্যন্ত সকল শ্রেণীর লোক কোম্পানীর সরকারের শাসনে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল এবং সেই কারণেই সকল শ্রেণীর লোক ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাইতে ব্রতী হয়। সকলের মুখ দিয়াই আওয়াজ উঠে—"We will not allow the Company to reign over us."[৩]

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মুক্তি সংগ্রামের কারণগুলিকে নিম্নবর্ণিত ভাগে বিভক্ত করা যায়। সেগুলি হইতেছে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সামরিক ও অন্যান্য। কারণগুলির প্রত্যেকটির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ শাসন হইতে মুক্তিলাভ।

---

১. মৌলভী ফজল হক সেই স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন এবং বিচারে আন্দামানে নির্বাসিত হন। তিনি বন্দী অবস্থায় র‍্যাগ ও টুকরা কাগজে যে জীবনী লিখিয়া যান, তাহা তাহার পুত্র আবদুল হক খায়রাবাদী কয়েকটি কপি করিয়া। ১কপি রামপুর, ১কপি হবিগঞ্জে, ১কপি আলীগড় এবং এক কপি মক্কায় প্রেরণ করেন। মৌলভী আবদুস শহীদ খান শিহ্‌রাওয়ানী আলীগড়ের সেই কপির মূল আরবীসহ উর্দু তরজমা ১৯৪৭ সালে প্রকাশ করেন। উহার নাম তিনি দেন বাগী হিন্দুস্তান। মাওলানা আবুল কালাম আযাদ মক্কার কপিখানা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন। তিনি উহার নাম রাখেন—Sauratul-Hindiyah বা ভারতীয় বিপ্লব।

২. (করাচী হইতে প্রকাশিত History of the Freedom Movement, Freedom Struggle in Uttar Prodesh, A History of the Freedom Movement in India, (Bombay, 1954), মনি বাগচীর সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, মাহদী হুসেনের Bahadur Shah I I and the war of 1857 in Delhi প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)।

৩. Bengal Hurkaru June 13, 1857, cited by Mahdi Husain.

অধ্যায় দুই

কারণ

১. সামাজিক কারণ

ভারতবর্ষ বা হিন্দুস্তান অনাদিকাল হইতেই পৌত্তলিকভূমি। মুসলমান বিজেতাগণ এই দেশে আগমন করিয়া এই দেশকে নিজের দেশ মনে করিয়াছিলেন। ফলে সহনশীল নীতি অবলম্বন করিয়া তাঁহার মূল ভারতীয়দের সহিত পাশাপাশি বসবাস করিয়া ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন। প্রায় সাত শতাব্দী যাবৎ সেইভাবে চলিয়া ভারতের এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতিশীল হইয়া উঠে। এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের সামাজিক রীতিনীতিরও অনেকাংশ গ্রহণ করিয়া পরস্পর নিকটতর হয়ে এবং কেহ কাহারও ধর্মীয় বা সামাজিক ক্রিয়াকলাপে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিত না। পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা এমন আত্মীয় মনোভাবাপন্ন হইয়া উঠে যে, মুসলমান বাদশাহের দুর্দিনে হিন্দু রাজন্যবর্গ সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসিতেন। আবার হিন্দু রাজন্যের সাহায্যে মুসলমান বাদশাহ স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিতেন।

হিন্দু-মুসলিম ভাতৃত্ববোধ

১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দ পলাশীর যুদ্ধে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব সিরাজউদ্দৌলাহকে পরাজিত করিয়া ইংরেজ কোম্পানী যেদিন জয়লাভ করে সেইদিন হইতে তাহাদের বেপরোয়া আক্রমণ চলে ভারতের সর্বস্তরের উপরে—সমাজে, অর্থনীতিতে, ধর্মে ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে। ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান ও হিন্দু সমাজে সংস্কারমূলক ভাবধারা প্রবেশ করিতেছিল। ইহা প্রাচীনপন্থিগণ পছন্দ করিত না। ইংরেজগণ ভারতে ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করে। মুসলমান আলেমগণ নিজেদের উন্নত শিক্ষা ও কৃষ্টি ত্যাগ করিয়া ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণের বিরোধীতা করেন। এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষাকে সন্দেহের চোখে দেখেন। অপরদিকে টেলিগ্রাফ ও রেলওয়ে প্রতিষ্ঠা, সতীদাহ প্রথা নিবারণ, বাল্য বিবাহের উচ্ছেদ সাধন, বিধবা বিবাহের প্রচলন ইত্যাদি সংস্কারমূলক কার্যকে হিন্দুগণ সমাজের উপর আঘাত বলিয়া বিবেচনা করে। ফলে প্রথম হইতেই ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সামাজিক অসন্তোষ ঘনীভূত হইতে থাকে।

আধুনিক শিক্ষার বিরোধীতা

বেকার সমস্যা ঃ দ্বিতীয়ত ঃ রাজ্য অধিকার করিবার পর পাইকারী হারে দেশীয় সৈন্য বরখাস্ত করিবার ফলে সমাজে বেকার সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে। কোম্পানী সরকার বেকার সমস্যা সমাধানের কোন সূরাহা করে নাই। ফলে সামাজিক অসন্তোষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

২. ধর্মীয় কারণ

ক. ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতাও ভারতে বিস্তার লাভ করে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সভ্যতার প্রতি ইহা সরাসরি আঘাত (challange) বলিয়া উভয় সম্প্রদায় মনে করে। ফলে উভয় সম্প্রদায় সেই বিদেশী সভ্যতার প্রতিরোধ করিতে সচেষ্ট হয়।

খ. ইংরেজগণ ভারতীয় সভ্যতাকে ঘৃণা করিত এমনকি ইংরেজ অফিসারগণ ভারতবাসীকে অতি হেয় মনে করিত। খোদ মেকলে সাহেব ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে অবহেলা করিয়া বলেন যে, প্রাচ্যের একগাদা গ্রন্থ হইতে ইংরেজীর একখানা পুস্তিকার মূল্য অনেক বেশী। তাহাদের শিক্ষা ব্যবস্থাও ধর্মান্তরিত নীতির উপর ভিত্তি করিয়া প্রচলিত হয়। মেকলে সাহেব তাঁহার মাতার নিকট লিখিত পত্রে উল্লেখ করেন, "It is my firm belif that if our plan of education is followed up, there would not be a single idolator in Bengal thirty years hence."

গ. মেকলে সাহেব হিন্দু ধর্মশাস্ত্রকে নিছক বাজে বলিয়া মন্তব্য করেন। লর্ড ক্যানিং-এর আমলে একটা জবর গুজব রটিয়া যায় যে, সকল হিন্দুকেই খ্রীষ্টান ধর্মে দিক্ষিত করা হইবে। অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার ক্রমবিস্তার ও ব্রাহ্মণদের প্রভাব হ্রাস হিন্দুমানসকে সত্যি সত্যিই নাড়া দিয়াছিল যে, ইংরেজগণ ধর্ম নাশ করিবে।

ঘ. ইংরেজগণ বহু মিশনারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করিয়া ইউরোপীয় কায়দায় শিক্ষাদান করে। সেগুলি ধর্মান্তরিতকরণ কেন্দ্র হিসাবেও কাজ করিত বলিয়া স্বাভাবিকভাবে মুসলমানগণ সেগুলির বিরোধিতা করে। ব্রাহ্মণগণও উক্ত মিশনারীগুলিকে দারুণ সন্দেহের চোখে দেখিত। ফলে উভয় সম্প্রদায়ই ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে। ইংরেজদিগকে সাধারণ শত্রু বলিয়া মনে করে।

ঙ. ইংরেজ আইনে জাতিভেদ প্রথার স্থান ছিল না। সকল শ্রেণীর অপরাধীর জন্য সমান আইন হিন্দু ধারণায় আঘাত হানে। ইহা ছাড়া উচ্চ-নীচ ভেদাভেদহীন ইংরেজ আইন সুবিধাবাদী হিন্দু সমাজ স্বীকার করিতে চাহে নাই। তাহারা সেগুলিকে ধর্মের উপর প্রত্যক্ষ আঘাত বলিয়া বিবেচনা করে।

৩. রাজনৈতিক কারণ

ক. রাজনৈতিক কারণে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়। উভয় সম্প্রদায়ই রাজনৈতিক দিকদিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও মুসলমানদের ক্ষতিই হইয়াছিল অপূরণীয়। কেননা মুসলমানদের নিকট হইতেই সনদ লাভ করিয়া যে কোম্পানী কেবল বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা লাভ করে সেই কোম্পানীই ছলে-বলে-কৌশলে তাহাদের নিকট হইতে রাজদণ্ড দখল করে। এমনকি মুগল বাদশাহ শাহ্ আলম হইতে পরবর্তী মুগলদের তাহারা বৃত্তিভোগীতে পরিণত করে। তাহারা একে একে ভারতের সকল মুসলমান শাসককেই ধ্বংস করিয়াছিল। তাঁহাদের রাজত্ব অধিকার

করিয়া লওয়ায় বিশেষভাবে মহীশূর, হায়দরাবাদ, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, অযোধ্যা, দিল্লী, সিন্ধু প্রভৃতি অঞ্চলের মুসলমানগণ হৃতগৌরব পূনরুদ্ধারের জন্য সতত সচেষ্ট ছিল এবং সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিল।

খ. অধীনতামূলক মিত্রতা (Subsidiary Alliance) : কোম্পানী সরকার অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি অবলম্বন করিয়া দেশীয় রাজন্যবর্গের সম্মানে কুঠারাঘাত করে। এই নীতির মূলে তাহারা মারাঠা রাজন্যবর্গসহ সকল হিন্দু রাজা এবং মুগল বাদশাহ বাহাদুর শাহ সহ সকল মুসলমান নরপতিকে তাঁবেদার বানাইয়া ছিল। কিন্তু সকল রাজন্যই সেইরূপ তাঁবেদারী ঘৃণা করিতেন ও সুযোগমত ইংরেজদের বেদখল করিবার চেষ্টা করিতেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে অভ্যুত্থানের পূর্বেও সেই কারণে বহু ছোট-খাট গণবিক্ষোভ সংঘটিত হয়।

গ. স্বত্ববিলোপ নীতি (The Doctrine of Lapse) : ডালহৌসী সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য শক্তি প্রয়োগ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল প্রকারের হীননীতি অবলম্বন করেন। স্বত্ববিলোপ নীতিবলে তিনি অযোধ্যা, সাতারা, নাগপূর, ঝাঁসী সহ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য অন্যায়ভাবে গ্রাস করেন। এমনকি দ্বিতীয় বাজিরাও এর দত্তক পুত্র নানা সাহেবের ভাতা পর্যন্ত বন্ধ করিয়া দিয়া তিনি সর্বোচ্চ উগ্রপন্থা অবলম্বন করেন। দেশীয় রাজন্যবর্গ, সামন্তগণ, জায়গীরদারগণ, তালুকদারগণ সকলেই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, কোম্পানীর সাম্রাজ্য বিস্তার-স্পৃহা কখন্, কোথায় এবং কিভাবে ক্ষান্ত হইবে। কিন্তু সে প্রশ্নের উত্তর কোম্পানীর চুক্তি-খেলাফী কার্যকলাপে সূদূর পরাহত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। চার্লস্ ন্যাপীয়ার সাহেব গর্ব করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ

"আমি যদি বার বৎসরের জন্য ভারতের রাজা হইতে পারি তবে কোন রাজকুমার থাকিতে পারিবে না, কোন নাযিমের নাম শোনা যাইবে না..... নেপালও আমাদেরই হইবে।" শুধু এইখানেই কোম্পানী সরকারের বিরতি ছিল না। ডালহৌসী প্রস্তাব দেন যে, সম্রাট বাহাদুর শাহের পর মুগলদের খেতাব রহিত করা হইবে এবং দিল্লীর লালকেল্লা হইতে তাঁহাদিগকে মেহেরাউলীতে স্থানান্তরিত করা হইবে। মুগল সম্রাটকে মুসলমানদের অতীত গৌরবের প্রতীক হিসাবে ভারতীয় মুসলমানেরা সম্মান করিত। ফলে সেই পস্তাব সূন্নী মুসলমানদের মনে চরম আঘাত দেয়। ঠিক সেই সময় অযোধ্যা দখল করায় ভারতের শী'য়া মুসলমানগণও ভীষণভাবে ক্রুদ্ধ হয়। অপরদিকে মারাঠাদের প্রতীক নানা সাহেবকে চুনার পৈতৃক প্রাসাদ হইতে কানপুরের নিকট বিথুর নামক স্থানে নির্বাসিত করিলে হিন্দুদের মরমে ভীষণ আঘাত লাগে। ফলে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় রাজনৈতিক কারণে ক্ষুদ্ধ হইয়া ইংরেজ বিতাড়ণে ব্রতী হয়। কারণ স্মীথ সাহেব বলেন, "Man whether Hindu or Muslim, cherished their traditional institutions and thought nominal independence a necessary part of their communal self respect."

৪. অর্থনৈতিক কারণ

ক. অর্থনৈতিক কারণেও ভারতবাসী কোম্পানী শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী মূলত ঃ একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ছিল। ফলে প্রকৃতিগত দিক হইতে উহার উদ্দেশ্য ছিল ন্যায় অন্যায় বিবেচনা না করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা। সুতরাং ভারতীয় উপমহাদেশে তাহারা যে অর্থনীতি অবলম্বন করে তাহা এদেশের মঙ্গলের জন্য হয় নাই। দেশ যাহা উৎপাদন করিত কর হিসাবে তাহার মোটা অংশ সংগ্রহ করিয়া কোম্পানী সরকার তাহা স্বদেশে লইয়া যাইত এবং উহার বিক্রিত মূল্য সেই দেশেই কাজে লাগাইত। ফলে দেশ যাহা উৎপাদন করিত তাহার মোটা অংশের কোন মূল্যই পাইত না। ইহা সাধারণভাবে জনসাধারণের অসন্তোষের কারণ ছিল।

তাহা ছাড়া কোম্পানী যে নীতির উপর এইদেশে বাণিজ্য করিত তাহাতে এই দেশের ব্যবসায়িকগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাহারা কোনক্রমেই ইংরেজ বেনিয়াদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। ফলে ভারতীয় বণিক শ্রেণী সাধারণভাবেই ইংরেজদের উপর বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। কোম্পানী সরকারের এই বাণিজ্যিক মনোবৃত্তি ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের অভ্যুত্থানে ইন্ধন যোগায়।

খ. রাজস্বনীতি : হেষ্টিংস হইতে আরম্ভ করিয়া কর্ণওয়ালিস পর্যন্ত কোম্পানী সরকার যে রাজস্বনীতি অনুসরণ করে তাহা কোম্পানীর পক্ষে লাভজনক হইয়াছিল বটে কিন্তু সাধারণভাবে ভারতবাসীর জন্য এবং বিশেষভাবে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হইয়াছিল। কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভারতের মুসলমান জমিদারদের উচ্ছেদ করিয়া দালাল হিসাবে নূতন কর্মচারিগণ শোষণ ও পীড়ন চালাইয়া জনসাধারণের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দেয়। অপরদিকে রিজাম্পশান প্রসিডিংস্ (Resumption proceedings) বলে নিষ্কর ভূমি পুনরুদ্ধার অভিযানে কোম্পানী সরকার বহু লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করায় লক্ষ লক্ষ প্রজার অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যায়। লাখে-রাজদারদের বেশীর ভাগই ছিল মুসলমান। তাহাছাড়া সৈন্যবাহিনী ও সাধারণ চাকুরী হইতে বহিষ্কৃত মুসলমানেরা বেকার হইয়া পড়ায় দারুণ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। কারণ কোম্পানীর চাকুরী নীতি ও ভূমি রাজস্বনীতি সরাসরি মুসলমানদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড বিনত করিয়া দেয়। হান্টার সাহেব স্বীকার করেন, "We shut the Muslim aristocracy out of the army, because we belived that their exclusion was necessary for our safety. The permanent settlement, the resumption of holdings and such other measure economically ruined the Muslims and shattered their social and cultural life." এই অবস্থা আরও চরমে উঠে—যখন অযোধা অধিকারের পর লক্ষ লক্ষ মুসলিম সৈন্যকে বরখাস্ত করা হয়। ইহাছাড়া কোম্পানীর শিল্পনীতির ফলে বাংলার তাঁতিরা কর্মচ্যুত হইয়া পড়ে[১]। ফলে মিলিত অর্থনৈতিক অসন্তোষ শেষে অভ্যুত্থানের আকারে প্রকাশ পায়।

---

১. সে সময় তাঁতিদের অধিকাংশই মুসলমান ছিল।

ডালহৌসি ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে অযোধ্যা অধিকার করায় অসন্তোষ দারুণভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। চার্লস বলের মতে অযোধ্যার ৩৫০০ হিন্দু জমিদারের জমিদারী ও তালুকদারী ইংরেজগণ কাড়িয়া লয়।[১] অযোধ্যার মুসলিম শাসনে এই সকল জমিদারগণ অত্যন্ত প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। এই সকল জমিদারী আত্মসাৎ করিবার সঙ্গে সঙ্গে অযোধ্যার হাজার হাজার সৈনিককে বরখাস্ত করা হয়। ইহারা বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগে অসন্তোষের আগুন ছড়ায়।

৫. সামরিক কারণ

ক. কোম্পানী সরকারের অধীন দেশী সিপাহিগণ কম বেতনে চাকুরী করিত। অথচ একই চাকুরীতে ইংরেজদের বেতনের হার ও ভাতা ছিল অনেক বেশী। সেইজন্য ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষ বর্তমান ছিল। দেশী সিপাহীগণ যুদ্ধ কালীন ভাতা হইতেও বঞ্চিত ছিল। ইহা লইয়া কর্তৃপক্ষের সহিত সিপাহীদের দর কষাকষি হয় এবং শেষে সিপাহীগণের জরুরীকালীন ভাতা মঞ্জুর হয়। এই ঘটনায় সিপাহীদের মনে আত্মসচেতনতা বোধের উদয় হয় এবং কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধাচরণ করিবার সাহস বাড়ে।

আত্মচেতনা

খ. ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানী সরকার চাকুরীর জন্য জেনারেল সার্ভিস এনলিষ্টমেন্ট এ্যাকট (General Service Enlistment Act.) পাশ করে। সেই আইনে স্থির করা হয় যে, অতঃপর চাকুরীরত সকলকে সরকারের স্বার্থে যে কোন স্থানে কার্যোপলক্ষে গমন করিতে হইবে। সৈন্যবাহিনীতে অধিকাংশ হিন্দুই ছিল ব্রাহ্মণ ও রাজপুত। ব্রাহ্মণগণ সাগর পাড়ি দেওয়াকে ধর্মনাশক বলিয়া মনে করিত। ফলে তাহাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। কারণ আফ-গানিস্তান ও বার্মায় যুদ্ধযাত্রার জন্য সিপাহীদের দূরদেশে গমনের আদেশ হয়। বিশেষভাবে বার্মা গমনের জন্য সাগর পাড়ি দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। হিন্দু সৈন্যগণ সাগর পাড়িকে ধর্মনাশক মনে করিত।

জেনারেল সার্ভিস এনলিষ্টমেন্ট এ্যাকট

গ. সিপাহিগণ আফগানিস্তানে যুদ্ধ করিয়া ইংরেজদের মান বাঁচায়। আবার শিখদিগকে পরাজিত করিয়া ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা করিতেও যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। ইহাতে সিপাহীদের ধারণা জন্মে যে, তাহাদের ক্ষমতাই ইংরেজদের প্রকৃত ক্ষমতা। এইভাবে নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে বিশ্বাস জন্মে। ইহা তাহাদিগকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উৎসাহিত করে।

আত্মশক্তিতে বিশ্বাস

ঘ. ক্রিমিয়া ও পারস্যের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য ভারতে ইংরেজ সৈন্যের সংখ্যা হ্রাস করা হয়। ফলে ইংরেজ সৈন্য ও ভারতীয় সিপাহীদের গড় অনুপাত হয় ১ ঃ ৩। ১৮৫৭

---

১. Charles Bell, History of the Indian Mutiny, vol. I. p. 148.
অযোধ্যার নবাবের সৈন্যবাহিনী ছাড়াও ৩৫০০ জমিদারের প্রত্যেকেরই স্ব স্ব সৈন্যবাহিনী ও দুর্গ বর্তমান ছিল।

খ্রীস্টাব্দে কোম্পনাী সরকারের সৈন্য সংখ্যা ছিল ২,৩৮,০০০। ইহার মধ্যে ৩৮,০০০ ছিল ইউরোপীয়। প্রত্যেক প্রেসিডেন্সীতে স্ব স্ব সৈন্য ছিল। বাংলার সৈন্য সংখ্যা ছিল ১,৫১,০০০। ইহার মধ্যে ২৩,০০০ ছিল ইউরোপীয়। তন্মধ্যে ১৩,০০০ ইউরোপীয় সৈন্যকে নব অধিকৃত পাঞ্জাবে মোতায়েন রাখা হয়। দীপালপুর ও পাটনা ছাড়া মীরাট ও কলিকাতার মধ্যে আর কোথাও তেমন ইংরেজ সৈন্য ছিল না। বাংলার সৈন্যবাহিনীতে গ্রামীণ রাজপুতদের প্রাধান্য বর্তমান ছিল। আর যে সকল মুসলমান বঙ্গ দেশের সৈন্যবাহিনীতে ছিল তাহারা প্রায় সকলেই অযোধ্যার অধিবাসী। যাহা হউক ইংরেজ সৈন্য কম থাকায় সিপাহিগণ যুদ্ধ ঘোষণা করিতে অধিক সাহস পায়।

ইউরোপীয় সৈন্য সংখ্যা হ্রাস

৬. **আশু কারণ এনফিল্ড রাইফেল :** সৈন্য বাহিনীর মধ্যে যখন নানা প্রকার অসন্তোষ ধুমায়িত ছিল তখন কোম্পানী সরকার ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে জানুয়ারী মাসে সিপাহীদের ব্যবহারের জন্য এনফিল্ড রাইফেলের প্রচলন করে। সেই রাইফেলের জন্য চর্বি মাখানো টোটা ব্যবহৃত হইত। সেই টোটা দাঁতে কাটিয়া তবে রাইফেলে পুরিবার ব্যবস্থা ছিল। জোর জনরব উঠিল যে, উক্ত টোটায় শূকর ও গরুর চর্বি মিশ্রিত রহিয়াছে। ইহাতে সিপাহীমহলে ভয়ানক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। শূকরের চর্বি ছিল সন্দেহে মুসলমান সিপাহিগণ এবং গরুর চর্বি ছিল সন্দেহে হিন্দু সিপাহিগণ উক্ত টোটা ব্যবহারে আপত্তি তুলিল। কোম্পানী সরকার বলপূর্বক সেই টোটা ব্যবহারে বাধ্য করিবার নীতি অবলম্বন করে। ফলে ধর্মনাশের ভয়ে উভয় সম্প্রদায়ের সিপাহীগণ সরকারী আদেশ অমান্য করে। বঙ্গদেশের বহরমপুর, বারাকপুর ও কলিকাতার সিপাহিগণ সর্বপ্রথম মার্চ মাসে মুক্তিযুদ্ধের ঝান্ডা উড়ায় এবং কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ দখলের চেষ্টা করে। সরকারী আদেশ অমান্য করায় মীরাটের এক কোম্পানী সিপাহীকে ৯ই মে, ১৮৫৭ খ্রীঃ সামরিক বিচারে কোর্ট মার্শাল করা হয় ও দশ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ফলে মিরাটের অন্যান্য সিপাহীগণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে এবং ১০ই মে তিনটি রেজিমেন্ট একসঙ্গে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তাহারা কারাগার ভাঙ্গিয়া কয়েদীদের মুক্ত করে এবং ইংরেজ অফিসারদের হত্যা করিয়া দিল্লীর দিকে অগ্রসর হয়। দিল্লী প্রবেশ করিলে স্থানীয় সিপাহীগণও তাহাদের সঙ্গে যোগদান করে। তাহাদের সংখ্যা ৫০০০-এ উন্নীত হয়[১]। তাহারা ১১ই মে, ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে ৮২ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ মুগল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করে। দসতুরুল আমাল নামক একটি মন্ত্রী পরিষদ গঠন করা হয়। বাদশাহ বাহাদুর শাহের সেক্রেটারী রূপে নিযুক্ত হন মুকুন্দলাল নামক

১. মীরাটের এই সৈন্যদলকে তেলিঙ্গা বলা হইত। ইহার সেনানায়কগণ তেলিঙ্গানার নাগরিক ছিলেন বলিয়াই সম্ভবত ঃ ইহাদিগকে তেলিঙ্গা বলা হইত। তাহারা ১১ই মে, ১৮৫৭ খৃঃ দিল্লী প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে সম্বোধন করিয়া বলে, “ও ধর্মাবতার, আপনি আমাদের মাথায় আপনার স্নেহ হস্ত রাখিলে আমরা আপনার জন্য হিন্দুস্তানের পুরা রাজ্য দখল করিয়া দিব।” Mahdi Husain, op. cit. p, 78.

ইংরেজদের একজন চর। সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র মীর্জা মুগলকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। মীর্জা আবু বকর, মীর্জা মনজু ও খিয্র সুলতান প্রমুখ শাহজাদাগণ সেনাপতির পদে নিযুক্ত হন।

৬. অন্যান্য কারণ

ক. প্রজা পীড়ন : কোম্পানীর রাজস্ব কর্মচারিগণ ও ব্যক্তিগত ব্যবসায়িগণ প্রজাসাধারণের উপর ভয়ানক জুলুম চালাইত। তাহারা অবৈধ উপায়ে প্রজাসাধারণের নিকট হইতে অর্থ আদায় করিত এবং অত্যন্ত কম মূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে কাঁচামাল বলপূর্বক আহরণ করিত। দ্বিতীয়তঃ নীলকর সাহেবদের অত্যাচারেও প্রজাসাধারণ অতীষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা কৃষি-প্রজাকে নীল চাষের জন্য দাদন লইতে বাধ্য করিত এবং ধানী জমিতে নীলের আবাদ করাইয়া লইত। ফলে কৃষককুল অন্যাভাবে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। কিন্তু এই সকল জুলুমের বিরুদ্ধে আবেদন করিবার কোন স্থান ছিল না। এই সকল পূঞ্জিভূত অসন্তোষই সমরের আকারে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে জ্বলিয়া উঠে।

খ. ভবিষ্যদ্বাণী : ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে বিভিন্ন মহল হইতে শাহ নেয়ামতুল্লাহর ভবিষ্যদ্বাণী ফলাও করিয়া প্রচার করা হয় যে, ভারতে ইংরেজ রাজত্ব ১০০ বৎসর স্থায়ী হইবে এবং সেই সময়কাল ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে হইতে শুরু করিয়া ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে শেষ হইবে। জনসাধারণ হইতে আরম্ভ করিয়া উপর মহল পর্যন্ত সকলেই সেই ভবিষ্যদ্বাণীতে আস্থা আনিয়াছিল এবং ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজ শাসনের সমাপ্তির জন্য সচেষ্ট হইয়া ছিল।

গ. চাপাতি ঘটনা (Chapati incident): ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধের কারণগুলির মধ্যে চাপাতি ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী। কোম্পানী সরকার অযোধ্যা দখল করিবার পরই চাপাতি বিতরণের কাজ শুরু হয়। এবং উহা এক গ্রাম্য -প্রধান হইতে অন্য গ্রাম্য-প্রধানের মধ্যে বিতরিত হইতে থাকে। ঐ চাপাতিকে যুদ্ধের প্রতীক হিসাবে ধরা হয়। ইহা সৈন্য বিভাগেও ছড়াইয়া পড়ে এবং এক রেজিমেন্ট হইতে অন্য রেজিমেন্টের (Regiment) এবং এক সিপাহী হইতে অন্য সিপাহীর মধ্যে বিতরিত হয়। ইংরেজগণ "চাপাতি" বিতরণের খবর রাখিত। কিন্তু সন্দেহ করিতে পারে নাই। "চাপাতি" বিতরণের কাজ শুরু হয় ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে। ম্যালেসন সাহেব (Malleson) বলেন যে, অযোধ্যার মৌলভী আহমাদুল্লাহ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ভ্রমণের সময় "চাপাতি" পরিকল্পনা উদ্ভাবন করেন। তিনি গোপনে দিল্লী, আগ্রা, মীরাট, পাটনা, কলিকাতা প্রভৃতি স্থান সফর করেন এবং মুক্তিযুদ্ধের মন্ত্রে সকলকে উদ্বুদ্ধ করেন। অপরদিকে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে এক বৎসর কাল ধরিয়া "চাপাতি" বিতরিত হইতে থাকে এবং অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। সুতরাং ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে অভ্যুত্থানকে একটি সামরিক ঘটনা বা সিপাহী বিদ্রোহ মাত্র বলিয়া সমাপ্ত করিলে শুধু ভুলই হইবে না; সত্যের অবমাননাও করা হইবে। মৌলভী আহমাদুল্লাহর ক্রিয়াকলাপ ধরা পড়ে। কোম্পানী সরকার তাঁহাকে বন্দী করে এবং বিচার করিয়া প্রাণদণ্ড দেয়। কিন্তু

তাঁহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা কার্যকরী হইবার পূর্বেই যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যায়। তিনি জেলখানা হইতে পলায়ন করিয়া সিপাহীদের নেতৃত্বদান করেন। মৌলভী আহমাদুল্লাহ সাহেবের ক্রিয়াকলাপ হইতেও প্রমাণিত হয় যে, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পূর্ব হইতেই চলিতে ছিল এবং উহার নেতৃত্ব লইয়াছিল মুসলমানেরা।

ঘ. পারস্যের সাহায্য লাভের সম্ভাবণা : সম্রাট বাহাদুর শাহের পক্ষ হইতে খাজা হাসান আসকারী নামক এক দূত সামরিক সাহায্য লাভের অনুরোধ লইয়া পারস্যের শাহ নাসিরুদ্দীন কাজারের নিকট গমন করেন। নাসিরুদ্দীন শাহ কাজার ব্রিটিশ বিতাড়ণে সম্রাট বাহাদুর শাহকে সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি দিয়া ১৮৫৬ সালের শেষদিকে এক রাজকীয় ঘোষণা করেন।[১] ইহার কপি দিল্লীতে প্রেরিত হয় ও জুমা মসজিদের দেওয়ালে উহা লটকাইয়া দেওয়া হয়। ইরানের শাহের সেই ঘোষণা ভারতের সর্বত্র ঘোষিত হয়।[২] ইহা ভারতবাসীর বিপ্লবী চেতনায় ঘৃতাহুতি দান করে।

কোন কোন ঐতিহাসিক বলিয়া থাকেন যে, সম্রাট বাহাদুর শাহ ইংরেজদের বিরুদ্ধে সাহায্য চাহিয়া রাশিয়ায় দূত প্রেরণ করেন। বিপ্লবের সময় রাশিয়ার সাহায্য লাভের আশা ছিল বলিয়া জানা যায়। বাদশাহী উকিল গুলাম আব্বাস ১১ই মে দিল্লীর নাগরিকদের উৎসাহের বর্ণনা দিয়া বলেন, "The inhabitants of the city generally thought that the Russians had come," রাশিয়ার সামরিক সাহায্যের সম্ভাবনাও বিপ্লবী চেতনায় প্রেরণা যোগায়। (ক)

ঙ. কৃষিজাত দ্রব্যের স্বল্পমূল্য : কোম্পানীর সরকারের কর্মকর্তাগণ অপকৌশল করিয়া দেশবাসীকে দারিদ্রের মুখে ঠেলিয়া দিতেছিল। বিশেষভাবে ভারতের উৎপাদিত কৃষিজাত দ্রব্যাদি তাহারা অতি অল্পমূল্যে, কোথাওবা নামমাত্র মূল্যে খরিদ করিত এবং তাদের দেশের দ্রব্যদি আমদানী করিয়া চড়া মূল্যে বিক্রয় করিত। এই অসৎ নীতি ভারতীয় কৃষকশ্রেণীকে যেমন দিন দিন অভাবগ্রস্ত করিতেছিল তেমনি ক্রমান্বয়ে তাহাদিগকে কোম্পানীর শাসকগোষ্ঠীর উপর খড়গহস্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

---

১. C. T. Metcalfe, Two, Narratines of the Mutiny in Delhi, p. 6.
২. J. W. Kaye, op. cit. p. 353.
(ক) নানা সাহেবের প্রতিনিদি ইংরেজী শিক্ষিত সুবক্তা ও সুসংগঠক মৌলভী আজিমুল্লাহ খান ও রোহিলাখণ্ডের মুহাম্মদ আলী খান নামক একজন কিশোর ইঞ্জিনীয়ার নানা সাহেবের মোকদ্দমার আপিলের জন্য বিলাত গমন করেন। সেখানে নানা সাহেবের আপিল খারিজ হইয়া যায় এবং ডালহৌসির রায় বহাল থাকে। ব্যর্থ ও বিক্ষুদ্ধ মৌলভী আজিমুল্লাহ সরাসরি দেশে না ফিরিয়া ব্রিটিশ বিতাড়নে সাহায্য লাভের আশায় কন্স্টান্টিনোপল হইয়া রাশিয়া গমন করেন। সেই সময় ক্রিমিয়ায় ব্রিটিশ ও রাশিয়ানদের মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছিল। রাশিয়ানরা ভারত হইতে ইংরেজদের উচ্ছেদ করিবার জন্য আজিমুল্লাহকে সাহায্য দানের আশ্বাস দিয়াছিল। মৌলভী আজিমুল্লাহ অতঃপর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া সেই মর্মে সারাভারত ব্যাপিয়া প্রচারণা চালান।

চ. জেলখানার পাচক : ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দে জেলখানার রান্না-বান্নার জন্য ব্রাহ্মণ পাচক নিযুক্তির ব্যবস্থা করা হয়। জেলখানার নানা ধর্ম এবং বর্ণের বন্দীদের জন্য ইতিপূর্বে পৃথক পৃথক পাচক ও পরিবেশক নিযুক্ত ছিল। সকলের জন্য ব্রাহ্মণকে সাধারণ পাচক হিসাবে নিযুক্ত করায় বন্দীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। সেই যুগ এবং পরিবেশ অনুযায়ী বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, নিষ্ঠাবান ও সংস্কারপ্রবণ হিন্দু সমাজ সরকারের সেই নীতি নতমস্তকে মানিয়া লইতে পারে নাই; বরং তাহারা বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল ও হিন্দুদের ধর্মনাশ করিবার সরকারী পরিকল্পনা বলিয়া মনে করে।

ছ. জেলখানায় খৃষ্টান ধর্মপ্রচারকের উপস্থিতি : তাহা ছাড়াও জেলখানায় দেশীয় খৃস্টান ধর্মপ্রচারকদের অহরহ উপস্থিতি ও খৃস্টান ধর্ম বিষয়ে প্রচারণা বন্দীদের মনে পাকাপোক্তভাবে বিশ্বাস জন্মইয়া দেয় যে, কোম্পানী সরকার তাহাদের ধর্মনাশ না করিয়ে ছাড়িবে না। কারণ কারাবন্দীদের সুসমাচার পড়িতে বাধ্য করা হইত এবং সুসমাচারের উপর যে সব প্রশ্নের জবাব আদায় করা হইতে তাহাতে তাহাদের প্রকারান্তরে খৃস্টানই করা হইয়া যাইত। হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীদেরও পাদ্রী পরিচালিত স্কুলে যাইতে বাধ্য করা হইত এবং খৃস্টান ধর্মে শিক্ষা গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হইত। জেলখানার কয়েদী বা দেশীয় সিপাহীদের মধ্যে যাহারা খৃস্টধর্ম গ্রহণ করিত তাহাদের আর্থিক ও বৈষরিক সুবিধা দেওয়া হইত। কিন্তু দেশীয় রক্ষণশীল সমাজ তাহাদের সিপাহীদের মধ্যে যাহারা খৃস্টধর্ম গ্রহণ করিত তাহাদের গ্রহণ করিত না। ইহা নতুন ধর্মগ্রহণকারী ও দেশীয় সমাজ উহার মধ্যেই মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। কাবুল যুদ্ধের সময় সীতারাম নামক এক বাঙ্গালী সুবাদার আফগানদিগের হাতে বন্দী হন। যুদ্ধবন্দী হিসাবে আফগানেরা তাঁহাকে ৫০০ (পাঁচশত) টাকা মূল্যে বিক্রয় করে। সীতারাম বহু কষ্টে ৫০০ (পাঁচশত) টাকা সংগ্রহ করিয়া মালিককে প্রদান করত ঃ পালাইয়া আসেন এবং স্বীয় রেজিমেন্টে যোগদান করিতে যান। কিন্তু সেনাদলে তাঁহাকে জাতিনাশের অজুহাতে লাঞ্ছিত হইতে হয়। তিনি দেশের গ্রামে গমন করিলেও গ্রামের লোকেরা তাঁহার জাতিনাশ হইয়াছে বলিয়া তাঁহাকে সমাজচ্যুত করে। সীতারামের সেই হেনস্থা অবস্থা লোকের আগোচর ছিল না। ইহা কোম্পানীশাসনের দায়িত্বহীনতার চরম অভিব্যক্তি ছিল। কারণ সীতারামের জন্য কোম্পানী সরকার কিছুই করে নাই। এই কারণে একদিকে জনগণ অপরদিকে সিপাহীগণ চরম বিক্ষুব্ধ হয়। অথচ এই সীতারামই দীর্ঘ ৫০ বৎসর কোম্পানীর সেনাদলে চাকুরী করেন এবং সিপাহী যুদ্ধের বিরুদ্ধে কোম্পানীর পক্ষে কাজ করেন। তাঁহার পুত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং ইংরেজদের হাতে বন্দী হয়। বন্দী পুত্রকে গুলি করিয়া হত্যা করার জন্য কোম্পনাী সরকারের নিষ্ঠুর সেনানায়কগণ সীতারামকে আদেশ দেন। কিন্তু কোন সহৃদয় ইংরেজের অনুরোধে সীতারামের প্রতি সেই নিষ্ঠুর আদেশ প্রত্যাহার করা হয়।

জ. পদোন্নতিতে বাধা : সামরিক বা বেসাময়িক কোন অফিসেই দেশীয় সিপাহী বা অফিসারদিগের পদোন্নতির আশা খুব কম ছিল। সিপাহীদের সুবাদার পদের উপর

কোন প্রমোশনই ছিল না। বিশ্বস্ত সিপাহী সীতারাম ৫০ বৎসর চাকুরীর পর ৬৫ বৎসর বয়সে সুবাদার পদে উন্নীত হন। তাহাছাড়া দেশীয় সিপাহীদের অবসর গ্রহণের বয়স সম্বন্ধেও বিবেচনা করা হইত না। বেসামরিক অফিসে ডিপুটি কালেক্টর এবং সদর আমিন পদের উপর কোন উচ্চপদ দেশীয় অফিসারগণ পাইত না। চাকুরী ক্ষেত্রে দেশীয় লোকদের মেধার কোন মূল্যই দেওয়া হইত না। ইহা নিঃসন্দেহে বুদ্ধিজীবীদের কোম্পানীর অন্যায় শাসনের বিরুদ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

ঝ. দাড়ি কামানো ও তিলক মুছিয়া ফেলার আদেশ : জর্জ বার্লোর আমলে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর দেশীয় সিপাহীদের দাড়ি কামানোরও গোত্রচিহ্ন তিলক মুছিয়া ফেলিবার আদেশ দেওয়া হয়। সেই আদেশ সিপাহীদের মনে সন্দেহ ও উত্তেজনার সৃষ্টি করে। ঠিক ঐ সময়েই বেলুড়ের সিপাহীদের পাগড়ির বদলে মস্তাকাবরণ হিসাবে চামড়া নির্মিত মস্তকাবরণ পরিধানের আদেশও সিপাহীদের মধ্যে নতুন উত্তেজনার সৃষ্টি করে।

ঞ. নিরাপত্তার অভাব : ভারতবাসীরা মনে করে যে, পর্যায়ক্রমে ধর্ম, সম্মান, জীবন ও সম্পদ এই চারিটি বস্তুর নিরাপত্তা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু কোম্পানী শাসন তাহাদের সেই আকাংক্ষিত নিরাপত্তা দিতে পারে নাই। ফলে অশান্তির আগুন সবদিকে ছড়াইয়া পড়ে।

ট. জমির নিলাম ও বিক্রয় : বাকী খাজনার দায়ে জমি নিলাম ও বিক্রয় ব্যবস্থা দেশীয় জোতদার, জমিদার ও কৃষকদের ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত করে। বাদশাহী আমলে বাকী খাজনার জন্য কোন প্রকার ভূমিস্বত্ব নষ্ট হইত না। অথচ কোম্পানী সরকার নতুন নিয়ম প্রবর্তন করায় জমিদার, তালুকদার ও জোতদারেরা অনেকেই রাতারাতি সব হারাইয়া পথের ফকির হইয়া দাঁড়ায়; পিতৃপেশাচ্যুত হইয়া অনেকে নানাপ্রকার ছোট ছোট পেশা গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় এবং সেই স্থলে এক শ্রেণীর বেনিয়া উক্ত সম্পত্তি খরিদ করিয়া সাধারণ প্রজার মালেক মোক্তার হইয়া পড়ে। তাহারা প্রজার উপর পীড়ন করিয়া কর আদায় করিত। এই বহিরাগত বেনিয়াদের চক্রান্তে গ্রামীণ অর্থনীতি ভাঙ্গিয়া পড়ে। প্রকারান্তরে কোম্পানী সরকার নিষ্ঠুরভাবে সমাজে একটি নূতন শ্রেণীর সৃষ্টি করে যাহারা সর্বতোভাবে কোম্পানীর প্রশাসন ব্যবস্থাকে সাহায্য করিত। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত লোকেরা কোম্পানী সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাইতে শুরু করে।

ঠ. বেলারাম ঘটনা : ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের হায়দরাবাদের বেলারাম ঘটনাও প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে কম ইন্ধন যোগায় নাই। সেই বৎসর ২৩ শে সেপ্টেম্বর ছিল মহর্‌রম দিবস। কর্নেল মেকেঞ্জী ২২শে সেপ্টেম্বর হইতে ২৩শে সেপ্টেম্বরের মধ্যরাত পর্যন্ত হায়দরাবাদে সর্বপ্রকার মিছিল, সমারোহ ও সভা-সমিতির উপর নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করে। উহা ধর্মের প্রতি ইংরেজ শাসকদের সরাসরি হস্তক্ষেপ বলিয়া মুসলমানদের মনে দারুন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। কতিপয় অশ্বারোহী সৈন্য ক্রুদ্ধ হইয়া কর্নেল মেকেঞ্জীর উপর হামলা চালায়। মহর্‌রমের মিছিলও বাহির হয়। ইহাতে ইংরেজ কর্মকর্তাগণ ক্রুদ্ধ হয় এবং ৩নং দেশীয় অশ্বারোহী বাহিনী ভাঙ্গিয়া দেয়। তাহারা নিষ্ঠুরভাবে হিন্দু সিপাহীদের শাস্তি

দান করে। কেননা, (তাহাদের মতে), তাহারা আইন অমান্য কাজে মুসলমানদের বাধা দেয় নাই।

ড. আযমগড় ঘোষণা : ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে নবাবজাদা বিরজিশ কাদির কর্তৃক আযমগড় ঘোষণাও সর্বসাধারণের মধ্যে দারুন উত্তেজনার সৃষ্টি করে। ঘোষণায় বলা হয় যে, দেশীয় জমিদারদের কৌশলে ধ্বংস করা হইতেছে, জমির মূল্যবৃদ্ধি করিয়া সাধারণ কৃষক প্রজার দুঃখ কষ্ট বাড়াইয়া দেওয়া হইতেছে, দেশীয় ব্যবসায়ীদের ধ্বংস করা হইতেছে, লাভজনক সকল ব্যবসা কোম্পানীর হাতে চলিয়া গিয়াছে, দেশীয় সামরিক ও বেসামরিক কোন শ্রেণীর কর্মচারীরই উন্নতির আশা নাই। ইহা নিঃসন্দেহে সর্বসাধারণকে মুক্তি সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে।

ঢ. নানা সাহেবের ঘোষণা : সেই সময় প্রকৃতপক্ষে নানা সাহেবকে ভারতীয় হিন্দুগণ জাতীয় নেতা হিসাবে স্বীকার করিয়াছিল। সেই নানা সাহেব দেশের হিন্দু সমাজকে কোম্পানী সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য আদেশ দেন। তিনি তাঁহার ঘোষণায় বলেন, " .... কুফর ইংরেজগণ বিশ্বাসী ও ধর্মভীরুদের প্রতি অত্যাচার ও পূর্ববৎ হিন্দু ও মুসলমানদের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে এবং দেশকে রক্ষা করিবার জন্য ঈশ্বর কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াছি।"[১] নানা সাহেবের এই ঘোষণা ভারতের হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের জন্য মুক্তি সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল।

ণ. বাহাদুর শাহের ঘোষণা : সর্বোপরি শেষ মুগল বাদশা দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘোষণা সারা ভারতকে এক পতাকাতলে সমবেত করে এবং মুক্তিসংগ্রাম সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। তিনি ঘোষণাপত্র জাতিধর্ম নির্বিশেষে ভারতের সকলের প্রতি আহবান জানাইয়া বলেন, "... নিশ্চয় ইংরেজগণ (হিন্দু মুসলমান) উভয়েরই সাধারণ শত্রু। সুতরাং আপনাদের ধর্মীয় কারণ সমর্থনের উদ্দেশ্যে সাধারণ শত্রুকে প্রতিহত করিবার জন্য এতদ্বারা এই মুদ্রিত ফরমান দ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে হিন্দু ও মুসলমান অবশ্যই সমবেত ভাবে হাত মিলাইয়া...হিন্দুগণ গঙ্গা, তুলসি এবং সাল্‌গ্রামের শপথ এবং মুসলমানগণ কুরআনের শপথ লইয়া এই একতার পবিত্রতা রক্ষা করতঃ তাহাদের জীবন ও ধর্ম রক্ষার্থে ইংরেজদিগকে (যুদ্ধ করিয়া) হত্যা করা কর্তব্য বিবেচনা করিবেন।"[২] এই ঘোষণাপত্র হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে জাতীয়লক্ষে উদ্বুদ্ধ করে এবং মুক্তি সংগ্রামে দারুনভাবে সাড়া জাগায়।

---

১. নানা সাহেবের ঘোষণাপত্র : A History of the Freedom Movement in India, Vol. I. p. 254.

২. তারীখ-ই-বাগাওয়াত, আল-হিন্দু. পৃ. ১০২।

অধ্যায় তিন

প্রধান প্রধান ঘটনা

দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে সম্রাট ঘোষণা : ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের ১০ই মে তালিঙ্গা বাহিনী মীরাটে কোম্পানী শাসনের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটায় এবং ১১ই মে সশস্ত্র অবস্থায় দিল্লী আগমন করে। ১২ ই মে তাহারা ৮২ বৎসর বয়স্ক মুগল শাহজাদা দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে ভারতের স্বাধীন সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করে এবং দিল্লী হইতে ইংরেজদের বিতাড়িত করে। দিল্লীতে স্বাধীন শাসন কায়েম হইলে অযোধ্যা, রাহিলাখণ্ড, বিজনোর প্রভৃতি অঞ্চলের প্রধানগণ বাদশাহের নিকট নজরানা প্রেরণ করেন ও তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করেন। তাঁহারা বাদশাহের সাহায্যে সৈন্যবাহিনীও প্রেরণ করেন। রাইবেরেলী হইতে ১৪০০০ সৈন্যসহ সেনাপতি বখ্‌ত্ খান দিল্লী আসিয়া বাদশাহের সৈন্যদলে যোগ-দান করেন। উত্তর ভারতের অনেক হিন্দু রাজাও বাদশাহের আনুগত্য স্বীকার করেন। হিন্দুও মুসলমানের সম্মিলিত সমর্থন লাভ করায় দিল্লী স্বাধীনতা সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। লর্ড ক্যানিং ও লরেন্স দিল্লীর গুরুত্ব অনুধাবন করিয়া প্রথমে দিল্লীকে আয়ত্তে আনয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

দিল্লী পুনরুদ্ধার : পরিকল্পনানুসারে জেনারেল আন্‌সন্ জুনের শেষ দিকেই দিল্লীর নিকটে রিজে (Ridge) অবরোধ স্থাপন করেন। তিনি কর্নালের নিকট কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া মারা গেলে বার্নার্ডকে (Barnard) সেনাপতিত্ব দান করা হয়। কিন্তু তিনিও মারা গেলে রিড্ (Reed) ইংরেজ বাহিনীর সেনাপতিত্ব লাভ করেন। শারিরীক অসুস্থতা দর্শাইয়া রিড্ অবসর গ্রহণ করিলে আর্কডেল্ উইল্‌স্‌ন সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করেন। ইতিমধ্যে অধুনা অধিকৃত পাঞ্জাবে লরেন্স সাহেব স্থিতিশীলতা আনয়ন করেন এবং শিখদের বিদ্রোহের কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া নিকল্‌সন্ সাহেবকে স্বসৈন্যে দিল্লী প্রেরণ করেন। নিকলসনের আগমন মাত্র অবরোধ জোরদার হয়। দীর্ঘ ছয়দিন দারুণ যুদ্ধের পর ইংরেজ বাহিনী দিল্লী পুনরুদ্ধার করেন। বাহাদুর শাহ দুর্গ ত্যাগ করিয়া বাদশাহ হুমায়ুনের সমাধি ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। যুদ্ধে নিকল্‌সন মারা যান। দিল্লীর পতনে ১৩০০০০ মুক্তিফৌজ দিল্লী ছাড়িয়া কেহ গ্রামের দিকে, কেহ লক্ষ্ণৌর দিকে চলিয়া যায়।

সম্রাটের পরিণতি : বখ্‌ত্ খান বাহাদুর শাহের বিশ্বস্ত অনুচর ছিলেন। তিনি বাদশাহকে দো-আব বা দক্ষিণাত্বে গমন করিয়া যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়ার জন্য অনুনয় বিনয়

করেন। কিন্তু বৃদ্ধ বাদশাহ আর যুদ্ধ চালাইতে অস্বীকার করেন। এমনকি আত্মরক্ষার জন্য পলায়ন করিতেও অস্বীকার করেন। বখ্‌ত্‌ খান বাধ্য হইয়া একাকী প্রথমে অযোধ্যা ও সেখানকার গুরুতর অবস্থা দর্শনে পরে নেপালে পাহাড়ী এলাকায় আত্মগোপন করেন। প্রাণরক্ষার প্রতিশ্রুতি লাভে বাহাদুর শাহ জেনারেল হড্‌সনের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। হড্‌সন তাঁহাকে নানাভাবে অপমান, অপদস্ত করিয়া পুনরায় দিল্লী দুর্গে আনয়ন করেন। তিনি বাহাদুর শাহের দুই পুত্রসহ ২৯ জন শাহজাদাকে গুলী করিয়া হত্যা করেন। দিল্লী পুনর্দখল করিয়া ইংরেজ বাহিনী দিল্লীর নিরপরাধ অধিবাসীদের উপর ভয়ানক জুলুম চালায়; বাড়ী-ঘর লুটপাট করে এবং অগণিত নাগরিককে হত্যা করে। সাময়িক বিচারে সন্দেহপূর্ণভাবে বাদশাহ বাহাদুর শাহকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া রেঙ্গুনে নির্বাসিত করা হয়। বাহাদুর শাহ সেখানেই ১৮৬২ খ্রীঃ ৮৭ বৎসর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

অযোধ্যার বেগম হযরত মহল : সংগ্রাম বিশালতার দিক দিয়া দিল্লীর পরই অযোধ্যার স্থান। পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে, মৌলভী আহমাদুল্লাহ শাহ প্রায় সারা ভারত ভ্রমণ করিয়া বিদ্রোহের মন্ত্র প্রচার করেন। 'চাপাতি' পরিকল্পনাও তিনিই আবিষ্কার করেন। সামরিক আদালতের বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়। কিন্তু ইতিমধ্যেই স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হইয়া যাওয়ায় তাহার প্রাণদণ্ডাদেশ কার্যকরী হয় নাই। তিনি জেল হইতে পলায়ন করিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদান করেন। ইতিমধ্যেই অযোধ্যার সংগ্রাম শুরু হইয়া যায়। সিপাহিগণ ইংরেজদিগকে বিতাড়িত করিয়া লক্ষ্ণৌ দখল করে। তাহারা নির্বাসিত নবাব ওয়াজিদ আলীর পুত্র বীরজিস্‌ কাদেরকে অযোধ্যার মসনদে প্রতিষ্ঠা করে; এবং মাতা হযরত মহলকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া ইংরেজ বিতাড়নে তৎপর হয়। মৌলভী আহমাদুল্লাহ সাহেব বেগম হযরত মহলের সঙ্গে যোগদান করেন এবং সিপাহীদের পরিচালনা করেন। হযরত মহল বাহাদুর শাহের আনুগত্য স্বীকার করেন।

১লা মার্চ ইংরেজ সেনাপতি কলিন ক্যাম্পেবেল লক্ষৌ আক্রমণ করেন। কয়েকদিন ধরিয়া মুক্তিফৌজের সহিত কোম্পানীর ভাড়াটে সৈন্যদের তুমুল যুদ্ধ চলে।[১] বীরজিস কাদেরকে লইয়া বেগম শেষে প্রাসাদ ত্যাগ করেন। তিনি ১৬ই মার্চ, ১৮৫৮ খ্রীঃ অযোধ্যা ছাড়িয়া নেপাল চলিয়া যান। আহমাদুল্লাহ শাহ ১৯শে মার্চ পর্যন্ত ইংরেজ সৈন্যকে ঠেকাইয়া রাখেন এবং শেষে তিনিও পশ্চাৎ অপসারণ করিতে বাধ্য হন। তিনি শাহজাহানপুর দখল করিয়া মুহাম্মদী নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন এবং মুদ্রা অঙ্কিত করেন ও যুদ্ধ চালাইয়া যান। কিন্তু পাওয়েনের রাজা বিশ্বাসঘাতক জগন্নাথ সিং বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া মৌলভী আহমাদুল্লাহ সাহেবকে সাক্ষাতের জন্য ডাকিয়া গুলী

---

১. লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্ট জেনারেল আউট রাম (outram) দক্ষতার সহিত প্রতিরোধ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্ত কলিন সাহেব আগমনের পূর্ব পর্যন্ত শহরের দিকে অগ্রসর হইতে পারেন নাই।

করিয়া হত্যা করে। মৌলভী আহমাদুল্লাহ শাহই প্রকৃতপক্ষে বিদ্রোহের বাণী দেশবাসীর মধ্যে ছড়ান। পদে পদে মৃত্যুর ঝুঁকি লইয়া তিনি সারা ভারত ভ্রমণ করেন এবং কৃতিত্বের সহিত সংগ্রামের বীজ বপন করেন।[১]

কানপুর ও নানা সাহেব : পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, নানা সাহেব বিথুরে নির্বাসিত হইয়াছিলেন। তিনি সেখান হইতে কানপুরের মুক্তিসংগ্রামের নেতৃত্ব দান করেন। তিনি জুন মাসে কানপুর অধিকার করেন। আজিমুল্লাহ খান ও রাজপুত নেতা তাণ্ডিয়া টোপী তাঁহাকে সহায়তা করেন। কানপুর দুর্গ নানা সাহেবের নিকট আত্মসমর্পণ করে। তিনি দুর্গের ইংরেজ নর-নারীকে দুর্গ ত্যাগ করিবার অনুমতি প্রদান করেন। কিন্তু তাহারা নৌপথে এলাহাবাদ রওনা হইলে নানা সাহেবের লোকেরা কামান দাগিয়া নদীগর্ভে সেই নৌকা ডুবাইয়া দেয়। ইহাতে ১২৫ জন নারী ও শিশুসহ বহুসংখ্যক ইংরেজ নিহত হয়। এই সংবাদে হ্যাভ্‌লক্ (Havelock) সাহেব এলাহাবাদ আগমন করেন। প্রাণপণ যুদ্ধের পর নানা সাহেব পরাজিত হন এবং হ্যাভ্‌লক্ সাহেব ৫ মাস যুদ্ধের পর কানপুর পুনরুদ্ধার করেন। নানা সাহেব ইহাতে নিরুৎসাহিত হইয়া ইংরেজ বন্দীদের হত্যার আদেশ দেন। তাঁহার হুকুমে মুক্তিযোদ্ধারা ৫ জন পুরুষ ও ২০ জন নারী-শিশুকে হত্যা করিয়া এক কূপে নিক্ষেপ করে। পরাজিত নানা সাহেব অযোধ্যা ও তাণ্ডিয়া টৌপী গোয়ালিয়র গমন করেন। নানা সাহেব শেষে নেপালের জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া আত্মগোপন করেন।

ঝাঁসীর রাণী ও তাণ্ডিয়া টোপী : তাণ্ডিয়া টৌপী পুনরায় নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দক্ষতার সহিত হ্যাভ্‌লকের সহিত কিছুকাল যুদ্ধ চালাইয়া যান। কিন্তু গোয়ালিয়র রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। তিনি পশ্চাৎ অপসারণ করেন এবং ঝাঁসীর বাণী লক্ষী বাঈয়ের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যোগদান করিয়া যুক্তভাবে ইংরেজ সৈন্যকে প্রতিরোধ করেন। রাণী লক্ষী বাঈ ২০,০০০ সৈন্যের নেতৃত্ব দান করেন এবং বৃন্দেল খণ্ডে যুদ্ধ চালাইবার সময় বহু ইংরেজকে হত্যা করেন। তিনি পুরুষের বেশে যুদ্ধ করিতে করিতে ১৮৫৮ খ্রীঃ জুন মাসে গোলার আঘাতে প্রাণ হারান। মানসিংহ নামক এক হিন্দু প্রধান ৭ই এপ্রিল, ১৮৫৯ খ্রীঃ তাণ্ডিয়া টোপীকে ধরাইয়া দেয়। ঝাঁসীর রাণী ও তাণ্ডিয়া টোপীর পতনে মুক্তিফৌজের প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়ে। পরে সামরিক ট্রাইবুনালে তাণ্ডিয়া টোপীর বিচার করিয়া ফাঁসি দেওয়া হয়।[২]

---

১. A Short History of Pakistan. oP, cit. BK IV p. 125.
ম্যালসন সাহেব লিখেছেন—"মৌলভী সাহেব ছিলেন একজন অসাধারণ ব্যক্তি। যে ব্যক্তি স্বদেশের হৃৎ স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেন, তাঁহাকে যদি দেশপ্রেমিক বলা হয় তবে মৌলভী একজন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক। পৃথিবীর যে কোন লোকই হউক না কেন যাহারা প্রকৃত বীর এবং যাঁহাদের সত্যিকার প্রাণ আছে এই মৌলভীর স্মৃতির প্রতি তাঁহাদের মস্তক অবনত হবেই।"

২. সেনাপতি হাফরোজ (Hughrose) এবং কলিন ক্যাম্পবেল গোয়ালিয়র ও ঝাঁসীর অভিযানে অংশগ্রহণ করেন।

বুন্দেল খণ্ড : মীরাট ও দিল্লীর সিপাহীদের অভ্যুত্থানের সংবাদ পাইয়া বুন্দেল খণ্ডের প্রধানগণ হাফিজ রহমত খানের পৌত্র খান বাহাদুর খানের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ করেন। বেরেলী, বাদাউন, শাহাজাহানপুর এবং উহার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ হইতে ইংরেজদের খতম করিয়া মুক্তিযোদ্ধাগণ বাহাদুর শাহের হুকুমাৎ কায়েম করেন। অপর দিকে নবাব মজিদউদ্দিন মুরাদাবাদ ও বীজনোরের মুক্তিফৌজের নেতৃত্ব দান করেন।

মাহমুদ খান নামক এক দক্ষ প্রধান মজিদউদ্দিনের সহায়তা করেন। হাজী ইমদাদ উল্লাহ্ সাহরানপুর ও মুজাফ্ফর নগরে স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব দান করেন। ইংরেজ সৈন্যদল লক্ষ্ণৌ পুনরুদ্ধারের পর বুন্দেল খণ্ডের দিকে অগ্রসর হয় এবং কতকগুলি বিচ্ছিন্ন যুদ্ধের পর মুক্তিযোদ্ধাদের পরাজিত করিয়া বুন্দেল খণ্ড পুনরুদ্ধার করে (১৮৫৮ জুন, মাসে)।

এলাহাবাদ : এলাহাবাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা মৌলভী লিয়াকত আলী নামক এক দুর্ধর্ষ নেতার নেতৃত্বে সংগ্রাম আরম্ভ করে। এলাহাবাদের সকল অংশই মুক্তি- ফৌজের দখলে আসে কিন্তু ভাড়াটিয়া শিখ রেজিমেন্ট প্রাণপণে মুক্তিযোদ্ধাদের বাধা দেয়। সেনাপতি নেল্ (Neil) সাহেব তুমুল সংগ্রামের পর এলাহাবাদ পুনরুদ্ধার করেন, (১১ই জুন, ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে)।

ব্যারাকপুর : ১৮৫৭ সালের ২৯শে মার্চ ব্যারাকপুরের ৩৪ নং পদাতিক বাহিনীর সিপাহী মঙ্গলপাণ্ডে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া এ্যাড্‌জুটেন্ট লেফ্‌টেনান্ট বাগ্ ও একজন সার্জেন্ট মেজর লেফ্‌টেনান্টকে ধরাশায়ী করিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামের বহ্নি জ্বালান। জেনারেল হিয়ার্সে অত্যন্ত তৎপরতার সহিত অকুস্থলে সদলে আসিয়া বীর সিপাহী পাণ্ডেকে ঘেরাও করে। মঙ্গলপাণ্ডে নিজকে অপমানের হাত হইতে রক্ষার জন্য নিজের রাইফেল বুকে তুলিয়া ট্রিগার টিপিয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। কিন্তু গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় সে আহত অবস্থায় বন্দী হয় এবং ৮ই এপ্রিল তাকে ও মঙ্গলপাণ্ডেকে বন্দী করিবার আদেশ অমান্য করিবার অপরাধে ঈশ্বরী পাণ্ডেকে কোট মার্শাল করিয়া গাছের ডালে ফাঁসি দেওয়া হয়। ইহার পর তৎকালীন বঙ্গদেশের বহরমপুর, জলপাইগুড়ি, ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানের সেনানিবাসেও সিপাহিগণ বিদ্রোহ করিয়া ইংরেজ বিতাড়নে অগ্রসর হয়। কিন্তু নেতৃত্বের অভাবে তাহাদের সকল প্রচেষ্টা বিফল হয়।

লক্ষ্ণৌর সাবেক নবাব ওয়াজিদ আলী শাহের মন্ত্রী আলী নকী খান সেই সময় কলিকাতার মুচিখোলায় অবস্থান করিতেন। তিনি ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও অভ্যুত্থান ঘটানোর জন্য সার্থকভাবে গোপনে সংগঠন ও প্রচারণা চালাইয়া যাইতে-ছিলেন। মঙ্গল ও ঈশ্বরীপাণ্ডের ফাঁসির পর ব্যারাকপুর সেনানিবাসের অবস্থা অত্যন্ত বিস্ফোরণ উন্মুখ হইয়া পড়ায় জেনারেল হিয়ার্সে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং কামান সাজাইয়া চোরা সৈন্য দ্বারা অভিযান চালাইয়া দেশী সৈন্যদের নিরস্ত্র করেন।

জলপাইগুড়ি সেনানিবাসেও সিপাহিগণ বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। কিন্তু ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়ায় ষড়যন্ত্রকারীদের তৎপরতার সহিত গ্রেফতার করা হয় এবং বিচারের জন্য কলিকাতায় প্রেরণ করা হয়।

চট্টগ্রাম : বাংলাদেশের চট্টগ্রামে ৩৪ নং রেজিমেন্ট ১৮ই নভেম্বর প্রথম বিপ্লবী ঝাণ্ডা তোলে। ব্যারাকপুর হইতে পালাইয়া আসা কিছুসংখ্যক সিপাহীও তাহাদের সহিত মিলিত হয়। বিদ্রোহী সিপাহীদের নেতৃত্ব দিলেন হাবিলদার রজব আলী খান। তাহারা সরকারী ট্রেজারী লুট করিয়া তিন লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে, জেলখানা ভাঙ্গিয়া সকল কয়েদীকে ছাড়িয়ে দেয়, সেনা ছাউনী পুড়াইয়া দেয় এবং সরকারী অস্ত্রাগার বিধ্বস্ত করিয়া দেয়। তিনটি হস্তী ও তিনটি অশ্বের পিঠে লুটের মাল তুলিয়া দিয়া তাহারা স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের দিকে যাত্রা করে। ত্রিপুরার রাজা ছিলেন ইংরেজদের তাঁবেদার। চট্টগ্রামে কমিশনারের নির্দেশমত তিনি পূর্ব হইতেই বিপ্লবী সিপাহীদের বাধাদানের জন্য সসৈন্যে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। বেগতিক দেখিয়া তাহারা মণিপুর রাজ্যের দিকে গমন করে। ত্রিপুরার রাজা ও জমিদারের সেনাদল তাহাদের বার বার আক্রমণ করে। শ্রীহট্টের সিপাহীগণও তাহাদিগকে বার বার আক্রমণ করিয়া বিপর্যস্ত করে। যুদ্ধে তাহাদের বহুলোক মারা যায় ও বহু টাকা বিনষ্ট হয়। কিন্তু কোথাও তাহারা আশ্রয় পায় নাই। শ্রীহট্টের সৈন্যবাহিনী ও দালাল রাজা এবং মহারাজদের আক্রমণে অতিষ্ঠ হইয়া তাহারা মণিপুরের দুর্গম পাহাড়ীয়া এলাকায় আশ্রয় লাভ করেন। ইহার পর তাহাদের আর কোন খোঁজ-খবর পাওয়া যায় নাই।

ঢাকার বিদ্রোহ : চট্টগ্রামের সৈনিকেরা ১৮ই নভেম্বর বিদ্রোহ করে। সেই সংবাদ ২১শে নভেম্বর ঢাকা পৌঁছায়। ফলে ঢাকার লালবাগ কেল্লার সিপাহীদের মধ্যে দারুন উত্তেজনা দেখা দিল। সরকারী কর্তৃপক্ষ ৭৩ নং নেটিভ্ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের সিপাহীদের নিরস্ত্র করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তদনুসারে নৌবাহিনীর লেফ্‌টেন্যান্ট লুইস, কামানসহ গোরাসৈন্য লইয়া ২২শে নভেম্বর সকাল বেলায় সর্বপ্রথম ট্রেজারী সিপাহীদের নিরস্ত্র করেন। সিপাহীগণ বিনা প্রতিবাদে অস্ত্র সমর্পন করে। ইহার পর প্রধান প্রকৌশলীর ও মাল গুদামের সিপাহীদেরও অস্ত্রত্যাগ করিতে বাধ্য করা হয়। অসহায় সিপাহিগণ অস্ত্রত্যাগ করে বটে কিন্তু তাহাদের আত্মসম্মান আঘাতপ্রাপ্ত হয়। উৎসাহিত লেফ্‌টেন্যান্টে লুইস অতঃপর লালবাগ কেল্লার সিপাহীদের অস্ত্রোদ্ধারের নির্দেশ দিলেন। কিন্তু লালবাগের সিপাহিগণ অস্ত্রত্যাগ করিতে অস্বীকার করিল। লুইস্ কামান ও গোরা সৈন্য লইয়া লালবাগ অবরোধ ও গোলাবর্ষণ শুরু করে। ফলে সিপাহীদের সঙ্গে ইংরেজদের এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে ৪০ জন সিপাহী প্রাণদান করে, অনেকে আহত হয়, অনেকে বন্দী হয় এবং পরাজিত হইয়া অনেকেই পালাইয়া যায়। যে সকল আহত সিপাহী বন্দী হয় তাহাদের সকলকে আন্দাঘরের ময়দানে (বর্তমানে বাহাদুর শাহ পার্ক) গাছের ডালে ঝুলাইয়া ফাঁসি দেওয়া হয়। দীর্ঘদিন যাবৎ লাশগুলি ডালেই ঝুলাইয়া

রাখা হয়। সেগুলিকে শৃগাল ও শকুনে কামড়া কামড়ি করিয়া খায় এবং শেষ পর্যন্ত পচিয়া ঝরিয়া পড়ে। স্বাধীনতার জন্য প্রাণদানকারী ঢাকার লালবাগকেল্লার সেই সিপাহি-গণ কে কোথাকার লোক ছিল সে ঠিকানা জানা যায় না।

লুইসের অবরোধের বেড়া ভেদ করিয়া অনেক সিপাহীই লালবাগকেল্লা হইতে পালাইয়া জলপাইগুড়ির দিকে যাত্রা করে। সেই সংবাদ পাওয়া মাত্র ভাগলপুরের কমিশনার ইউল সাহেব সসৈন্যে তাহাদের বন্দী করিবার জন্য অগ্রসর হন। কিন্তু সিপাহিগণ দ্রুত তিস্তা নদী অতিক্রম করিয়া নেপালের পথে যাত্রা করে। নেপালের রাজা জঙ্গ বাহাদুর ইংরেজদের তাঁবেদার ও মিত্র ছিলেন। তিনিও সসৈন্যে উক্ত পলাতক সিপাহীদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। পলাতক সিপাহিগণ কোন উপায় না দেখিয়া নেপালের গভীর অরণ্যে প্রকাশ করে। ইংরেজ, গোরা বা নেপালী ফৌজ কেহই আর তাহাদের সন্ধান পায় নাই।

অধ্যায় চার

প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের বিফলতার কারণ

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের স্বাধীনতা সংগ্রাম বিফল হওয়ার মূলে যে সকল কারণ বিদ্যমান ছিল তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি ছিল প্রধান ঃ

ক. কেন্দ্রীয় সংগঠনের দুর্বলতা : ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ বিরোধী অভ্যুত্থানের জন্য ক্ষেত্র সুষ্ঠুভাবেই প্রস্তুত হইয়াছিল এবং মৌলভী আহমাদুল্লাহ সংগ্রামের প্রচারণাও যথা-রীতিই চালাইয়াছিলেন, কিন্তু সংগ্রামের জন্য সুষ্ঠু কেন্দ্রীয় সংগঠন ছিল না। মীরাট হইতে আরম্ভ করিয়া দিল্লী, আগ্রা, লক্ষ্মৌ, এলাহাবাদ, কানপুর, ঝাঁসী, অযোধ্যা, রাহীলা খণ্ড ও বুন্দেল খণ্ড, কলিকাতা, ঢাকা, চট্টগ্রাম, প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্থানগুলিতে সংগ্রামের অগ্নিশিখা ছড়াইয়া পড়ে এবং মুক্তিফৌজেরা ১৯৭১ সালের বাঙ্গালী মুক্তিযোদ্ধাদের ন্যায় অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। কিন্তু সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবের জন্য ইংরেজদের অভিযানের সম্মুখে মুক্তিবাহিনী টিকিতে পারে নাই।

খ. দেশীয় রাজন্যবর্গের ইংরেজদের প্রতি আনুগত্যতা : স্বাধীনতা সংগ্রামের চরম মুহূর্তে কয়েকটি বড় বড় প্রদেশ সংগ্রামে যোগদান তো করেই নাই বরং ব্রিটিশ শক্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। পাঞ্জাব, সিন্ধু ও রাজপুতনা সেই সময় দেশাত্মবোধের পরিচয় প্রদান করিতে পারে নাই। এমনকি সিন্ধীয়া, তাহাঁর মন্ত্রী দিনকর রাও, হায়দারাবাদের মন্ত্রী সালারজঙ্গ, ভূপালের বেগম, নেপালের রাজা জঙ্গবাহাদুর, কাশ্মীরের রাজা গোপাল সিং প্রমুখ দালালি করিয়াছিলেন এবং ভারতীয় মুক্তিসংগ্রাম দমনে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিলেন।

গ. ভারতীয়দের পরম্পরাগত বিশ্বাসঘাতকতা : Traditional treachery of Indians. মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বহু বিশ্বাস- ঘাতক প্রবেশ করিয়াছিল। ইহাদের অনেকে যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা ইংরেজদের নিকট ফাঁস করিয়া দিত। আবার অনেকে সংগ্রামের পরিচালকদের অনেককে ধরাইয়া দেয়। এমন কি সম্রাট বাহাদুর শাহের প্রবীণ সচিব মুকুন্দলাল একজন বিশ্বাসঘাতক ছিলেন। তিনি সম্রাটের সকল দলিল-দস্তাবেজ ইংরেজদের নিকট হস্তান্তর করিয়া দিয়াছিলেন। মানসিংহ নামক এক হিন্দুপ্রধান তাণ্ডিয়া টোপীকে ধরাইয়া দেয়। আর এক হিন্দুর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে মৌলভী আহমাদুল্লাহ প্রাণ হারান।

ঘ. আর্থিক অভাব : Want of mony. স্বাধীনতা আন্দোলনের পূবেই কোম্পানী সরকার এমনভাবে দেশীয় রাজন্যবর্গকে শোষণ করিয়াছিল যে রাজা, জমিদার, সামন্ত বা তালুকাদারদের সকলেই নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং যুদ্ধে ব্যয় করিয়ার জন্য কোন অথই কোন রাজার কোষাগারে ছিল না। সম্রাট বাহদুর শাহ নিজেদের আসবাবপত্র ডাকে বিক্রয় করিয়া সৈন্যের বেতন জোগাইয়াছিলেন। কাজেই কেবলমাত্র সেচ্ছাসেবক লইয়া মুক্তি সংগ্রামীদের যুদ্ধ করিতে হয়। ফলে আর্থিক অভাব-অনটনই মুক্তিযুদ্ধের বিফলতার অন্যতম প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়।

ঙ. ইংরেজগণ সেই সময় কৌশলে উৎকেচ প্রদান করিয়া মীরাট, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাইয়া দিয়া হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করে যাহা সেই মহান জাতীয় আন্দোলনকে দুর্বল করিয়া দেয়।

চ. ইংরেজদের সুষ্ঠু সংগঠন : Unique Organisation of the English. কোম্পানী সরকারের সাময়িক সংগঠন ছিল বেশ উৎকৃষ্ট ধরণের। প্রথম দফায় তাহারা হারিয়া গেলেও পরের পরিকল্পনা ছিল অত্যন্ত সুষ্ঠু। তাহাদের সংগ্রাম ছিল জীবন মরণের যুদ্ধ। সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দু দিল্লীকে প্রথমেই হস্তগত করিয়া এবং সংগ্রামের প্রতীক সম্রাট বাহাদুর শাহকে বন্দী করিয়া ইংরেজগণ যথেষ্ট কৌশলের পরিচয় দেয়। দিল্লী পতনের পর সুসঘবদ্ধ অভিযান চালাইয়া ইংরেজগণ একে একে সকল প্রদেশেই পুনরায় আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়।

ছ. ইংরেজ সেনাপতিদের নৈপুণ্য ও অস্ত্রের প্রাচুর্য : তুলনামূলকভাবে ইংরেজ সেনাপতিগণ অধিক অভিজ্ঞতার অধিকারী ছিলেন। সেনাপতি লরেন্স, আউটর‍্যাম, নিকলসন, নেইল, এডোয়াডস্ প্রমুখের সহিত কোন দেশীয় সেনাপতির তুলনা হইত না। পর পর যুদ্ধ করিয়া ইংরেজদের যেমন অভিজ্ঞতা বর্ধিত হইয়াছিল, তেমনি একের পর এক জয়লাভে সাহসও বৃদ্ধি পায়। অথচ রাজ্যহারা ভারতীয়গণ পর পর পরাজিত হওয়ার তাহাদের মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়ে। উপরন্তু ইংরেজদের যেমন অস্ত্রবল ছিল দেশীয় সৈন্যদের তেমন অস্ত্রবল ছিল না। ফলে ইংরেজদের উন্নত ধরনের অস্ত্র ও সুষ্ঠু সমর পরিচালনার সামনে মুক্তিযোদ্ধারা সমকক্ষতা করিতে পারে নাই।

জ. ব্রিটিশ সৈন্যের চণ্ডনীতি : Terrible retribution of the British. যে প্রদেশ হস্তগত হইত সেই প্রদেশেই ইংরেজ সৈন্যদের দৌরাত্ম্য চালাইবার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইত। তাহারা হত্যাযজ্ঞ, লুণ্ঠন, বলাৎকার, গৃহদাহ ও প্রজাপীড়নে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করিত। ইহাতে দেশবাসী আতঙ্কিত হইয়া পড়ে এবং সংগ্রামীদের সাহায্য দানে বিরত হয়।

ঝ. লর্ড ক্যানিং-এর ক্ষমার নীতি : Policy of clemency of Lord Canning. লর্ড ক্যানিং ৮ই জুলাই ১৮৫৮ খ্রীঃ শান্তি ঘোষণা করেন। কিন্তু ১৮৫৯

খ্রীষ্টাব্দের কয়েক মাস ধরিয়াও মক্তিযুদ্ধ চলে। ক্যানিং-এর শান্তি ঘোষণা মুক্তিযুদ্ধের তীব্রতা হ্রাসে অনেক সাহায্য করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ক্যানিং-এর শান্তি ঘোষণার পর মুক্তিযুদ্ধ ধীরে ধীরে স্তিমিত হইয়া পড়ে।

ঞ. স্বাধীনতা সংগ্রামী সৈনিকদের মধ্যে লুণ্ঠনের প্রতি আসক্তি দেখা যায়। সম্রাট বাহাদুর শাহের নিষেধসত্ত্বে ও সৈনিকগণ দেশের অনেক গণমান্য ব্যক্তির গৃহ লুণ্ঠন করে ইহা জনমনে ক্ষোভের সঞ্চার করে। ফলে দিল্লীতে সৈন্যগণ জনসমর্থন হারায়। শাহজাদা ফিরুজশাহ সৈন্যদের হীনমন্যতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ঘোষণা করেন – "ইংরেজদিগকে কবর দিতে বিলম্ব হইতেছে এই জন্য যে, সৈন্যগণ আল্লাহর আদেশ লঙঘন করিয়া নারী ও শিশুকে পামরের ন্যায় হত্যা করিয়াছে এবং নেতার নিষেধ সত্ত্বেও এমনভাবে লুণ্ঠন করিয়াছে যাহা তাহাদের জয়কে পরাজয়ে পরিণত করিয়াছে; সাধারণ লোকেরাও অত্যাচারিত হইয়াছে। তোমরা যখন সংশোধিত হইবে, আমি প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে, তখন তোমরা জয়লাভ করিবেই।[১]

ট. ইংরেজদের জোরদার প্রচারণা ও গোয়েন্দাগিরি : ইংরেজদের জোরদার প্রচারণা ও গোয়েন্দাগিরি তাহাদের বিজয়ে প্রচুর সাহায্য করিয়াছিল। প্রচারণাগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্রে দেওয়ালের গায়ে গায়ে লাগাইয়া দেওয়া হইত ও উভয় পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে জানাইয়া দেওয়া হইত। সংবাদগুলি এইরূপ-লক্ষ্ণৌতে প্রচার করা হয়, "আমরা দিল্লী দখল করিয়াছি", "বিদ্রোহীরা আমাদের পক্ষে যোগদান করিয়াছে", "বাদশাহী ফৌজের সেনাপতি মির্জা মুগল ইংরেজদের দলে যোগদান করিয়াছেন", "মুজাহিদগণ বাদশাহকে ত্যাগ করিয়াছেন," বাদশাহ মীর্জা মুগলকে সেনাপতিত্ব হইত অপসারিত করিয়াছেন," অমুক অঞ্চলের জমিদারেরা বাদশাহর পক্ষ ত্যাগ করিয়া ব্রিটিশ পক্ষে যোগদান করিয়াছেন", "বিদ্রোহীরা মীর্জা মুগলকে হত্যার চেষ্টা করিয়াছেন", "দিল্লীবাসীরা ব্রিটিশের সফলতা কামনা করিতেছে", সিপাহিগণ মাহবুব আলীকে হত্যা করিয়াছেন", "বেগম জিনাৎ মহল ইংরেজদের সঙ্গে মিটমাট করিবার জন্য গোপনে আলোচনা চালাইতেছেন," মির্জা মুগল বাদশাহকে হত্যা করিতে চেষ্টা করিতেছেন" ইত্যাদি, ইত্যাদি। এইরূপ প্রচারণায় বাদশাহী ফৌজ নিরুৎসাহিত হয় এবং ইংরেজ সৈন্যগণ উৎসাহিত হয়।

ঠ. মওলানা ফযলে হক খায়রাবাদী প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে আস-সাওরাতুল হিন্দীয়া নামক অমূল্য পুস্তকে যে বিবরণ দেন তাহাতে দেখা যায় যে, বাদশাহ বাহাদুর শাহ খুব দুর্বল প্রকৃতির সম্রাট ছিলেন। তিনি তাঁহার বেগম জিনাৎ মহল এবং মন্ত্রী মুকুন্দলালের হাতের ক্রীড়নক মাত্র ছিলেন। তিনি স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অপারগ ছিলেন বলিয়া বিপ্লব ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

---

১. Freedom Struggle in uttar Pradesh : Vo 11, P, 463,

ড. মওলানা ফযলে হক আরও অভিযোগ করেন যে, প্রকৃত যোদ্ধা এবং যোগ্যতাসম্পন্ন নেতাদের দিল্লীতে নেতৃত্ব দেওয়া হয় নাই। অযোগ্য এবং অনভিজ্ঞ শাহজাদাদের সেনাপতিত্ব দেওয়ায় বিপ্লব সফল হয় নাই।[১] ইহাতে সম্ভবত ঃ যোগ্য ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

ঢ. যুদ্ধের জন্য সংগৃহীত সামরিক কার্যে খরচ না করিয়া নেতৃবৃন্দ উহা বিলাসে ব্যয় করিতেন বলিয়া মওলানা ফযলে হক অভিযোগ করিয়াছেন ইহাতে যুদ্ধের প্রয়োজনীয় রসদ মুজাহিদগণ না পাওয়ায় রণেভঙ্গ দিতে বাধ্য হয়।

ণ. মওলানা ফযলে হক আরও অভিযোগ করিয়াছেন যে, একদল অযোগ্য ও অকর্মণ্য সৈণ্যকে প্রবল ইংরেজ শত্রুর বিরুদ্ধে দিল্লীর একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু অপদার্থ সৈন্যরা রাত্রে ঘুমাইয়া পড়ে এবং ইংরেজ সৈন্য কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

ত. দিল্লীর অবরোধ ৪ মাস ধরিয়া চলে। অবরোধ এত শক্ত ছিল যে, বাহির হইতে কোন প্রকার সাহায্য ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে নাই। ইহা প্রতিরক্ষাকারী সৈনিকদের মনবল ভাঙ্গিয়া দেয়। ফলে স্বাধীনতা যুদ্ধ বিফল হয় এবং দিল্লীর পতন হয়।

---

১. ফযলে হক খায়রাবাদী ঃ আস-সাওরাতুল হিন্দীয়া, বাংলা অনুবাদ ঃ মুহিউদ্দীন খান, আযাদী আন্দোলন ১৮৫৭ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা ১৯৭৯), পৃ. ১৭।

অধ্যায় পাঁচ

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের মুক্তি আন্দোলন জাতীয় আন্দোলন কি না?

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের আন্দোলনের প্রকৃতি লইয়া ঐতিহাসিক মহলে মতভেদ রহিয়াছে। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ ইহাকে সাময়িক ঘটনামাত্র; সিপাহী বিদ্রোহ ইত্যাদি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতীয় ঐতিহাসিকদের মতেও ইহা জাতীয় আন্দোলন নহে। আর একজন ঐতিহাসিক ইহাকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সর্বাধুনিক মত হইতেছে এই যে, ১৮৫৭ সালের আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে জাতীয় আন্দোলন। উহা কেবল সিপাহী বিদ্রোহ বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নহে। ইংরেজ কবল হইতে মুক্তির জন্যই কিছু কিছু এলাকা ব্যতিরেকে ভারতের সর্বত্রই এই যুদ্ধ ছড়াইয়া পড়ে।

বিচ্ছিন্ন ঘটে নহে

ইতিহাস আলোচনায় ইহা স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হইবে যে, ১৮৫৭খ্রীস্টাব্দের আন্দোলনে কেবল সিপাহিগণই জড়িত ছিল না। ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন রাজ্যহারা রাজন্যবৃন্দ ও নবাবগণ, ভাতা ও বৃত্তি হইতে বঞ্চিত নানা সাহেব ও ঝাঁসীর রাণী, রাজ ক্ষমতাচ্যুত মুগল বাদশাহ বাহাদুর শাহ প্রমুখ। বাদশাহ বাহাদুর শাহকে ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীন ও সার্বভৌম বাদশাহ হিসাবে ঘোষাণাও করা হইয়াছিল। সুতরাং রাজনৈতিক কারণে সেই বিদ্রোহ শক্তিশালী ছিল। অপরদিকে জায়গীরদার, তালুকদার, লাখেরাজদার, সামন্ত প্রভৃতি শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ তাঁহাদের শক্তি হারাইয়া উহা পুনরুদ্ধারের আশায় এই আন্দোলনে যোগদান করেন। ব্যবসায়িগণ এই আন্দোলনে যোগদান করে; কেননা কোম্পানী সরকারের বাণিজ্যনীতির ফলে ভারতীয় বণিকেরা ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। কৃষককুল এই আন্দোলনে সমর্থন দান করিয়াছিল এই জন্য যে, কোম্পানী সরকারের ভূমি-রাজস্ব নীতি প্রজাপীড়নে সহায়তা করিয়াছিল; বুদ্ধিজীবিগণ ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন এই জন্য যে, ইউরোপীয় সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতায় আঘাত হানিয়াছিল; ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এই যুদ্ধে যোগদান করেন এই জন্য যে, ইংরেজরা এই দেশে খৃস্টান ধর্ম প্রচার করিতে শুরু করিয়াছিল; বেকার লোকেরা এই যুদ্ধে শরীক হয় এইজন্যই যে, কোম্পানী সরকার ইউরোপীয় শিক্ষা আমদানীর মাধ্যমে এই দেশের বহুলোককে চাকুরীচ্যুত করিয়াছিল ও ভারতীয়দের উপযুক্ত চাকুরী হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল। সুতরাং নিরপক্ষ আলোচনায় ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর লোকই ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। নেপাল বা পাঞ্জাব সেই যুদ্ধে যোগদান করিতে পারে নাই। কারণ

জাতীয় আন্দোলন

উহার সামান্য দিন পূর্বে ভীষণ সংগ্রামের পর ইংরেজগণ পাঞ্জাব ও নেপাল দখল করে। সুতরাং তাহাদের পক্ষে সেই সময় পুনরায় স্বাধীনতা সংগ্রামে শরীক হওয়া সম্ভবপর ছিল না।

আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মৌলভী আহ্‌মাদুল্লাহ শাহ্ মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তত করিবার জন্য সারা ভারতে গোপনে ভ্রমন করেন এবং আন্দোলন শুরু করিবার জন্য নিদর্শনস্বরূপ "চাপাতি" পরিকল্পনা উদ্ভাবন করেন। সেই কারণে তিনি ধৃত হন ও সামরিক আদালতের বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়। আহমাদুল্লাহ সাাহেবের কার্যকলাপ প্রমাণ করে যে, ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের আন্দোলন কোন সাময়িক ঘটনাও নহে বা কোন সিপাহী বিদ্রোহও নহে স্বয়ং ইংরেজগণ মুক্তিযোদ্ধাদের ধোঁকা দেওয়ার জন্যই ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে জুন এক পাঞ্জাবী পত্রিকায় প্রচার করে—"মুসলমানেরা যদি তাইমুরী বংশের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টিত হয় তবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মুসলমানদের প্রচেষ্টায় হিন্দুগণও সাহায্য করিতেছে। এই প্রচেষ্টা যদি ফলবতী হয় তবে পরদিনই মুসলমানগণ হিন্দুদের দেব-দেবীর বিরুদ্ধে অভিযান ঘোষণা করিবে।" সেইজন্য জনৈক আধুনিক ঐতিহাসিক বলিয়াছেন—"It was not alone the sepoys who rose in revolt, it was by no means a merely military muting. It became the rebellion of a whole people incited to outrage."[১]

মৌঃ আহমাদুল্লার প্রচারণা

আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সৈয়দ আহমদ রাইবেরেলী সাহেব ভারতকে "দারুল হরব" হিসাবে ঘোষণা করিয়া জিহাদ আন্দোলন চালান। তাঁহার সে আন্দোলন বালাকোটে বিধ্বস্ত হয়। কিন্তু তাঁহার অনুসারিগণ জিহাদমন্ত্রে উদ্দীপিত হইয়া ভারতের দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়েন এবং ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামী প্রচারণা চালান। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে মুক্তি সংগ্রামে যে সকল মৌলভী অংশগ্রহণ করেন তাহাদের মধ্যে বহু মৌলানা ছিলেন সৈয়দ আহমদ শহীদের অনুসারী। সেইজন্যও ১৮৫৭ সালের আন্দোলনকে একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলিয়া অপবাদ দেওয়া যাইবে না।[২]

বিচ্ছিন্ন ঘটনার উর্ধে

১. A History of the Freedom Movement, o. p. cit. vol. I. p. 258.
২. মৌলানা ইনায়েৎ আলী, মৌলানা আহ্‌মাদুল্লাহ্ মোঃ ইয়াহিয়া আলী মৌলভী জাফর থানেশ্বরী, মৌঃ সাখাওয়াৎ আলী মৌঃ সাইদ আহম্মদ তাহের, মৌঃ ইমামুদ্দীন, মৌঃ হাকিম মুনায়েম খান দেহ্‌লবী, শাহ মুহম্মদ হোসেন আজিমাবাদী, শাহ মাজহার আলী, চট্টগ্রামের মৌঃ নূর মোহাম্মদ, মোমেনশাহীর মৌঃ সেখ হাসান আলী, মৌঃ ফরহাত হোসেন, মৌঃ ফযলে হক খায়রাবদী, সেখ গোলাম আলী, কাজী মুহাম্মদ ইউসুফ, সাইদ মোঃ ইয়াকুব সেখ হামাদানী, মৌঃ ওয়ায়জুদ্দীন, মৌঃ নিজামউদ্দীন দেহ্‌লবী সাইদ নাসের আলী মিঞা, এহ্‌সানউল্লাহ্, সেখ মুয়াজ্জাম, হাকিম মুগীস উদ্দীন, মুনাওয়ার খান,

স্থায়িত্ব

স্থায়িত্বের দিক দিয়াও ১৮৫৭ সালের আন্দোলন ক্ষুদ্র ছিল না। ইহা ১৮৫৭ সালের মে মাসে শুরু হয় এবং ১৮৫৯ সালের কিছুদিন ধরিয়া চলে। এত দীর্ঘদিন কোন সাময়িক ঘটনা স্থায়ী হইতে পারে না। সুতরাং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অভিমত এই যে, ১৮৫৭ সালের আন্দোলন ছিল জাতীয় আন্দোলন এবং প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম।

কোন আন্দোলন দেশের সমগ্র লোক দ্বারা পরিচালিত হয় না

বিশ্বের কোন বিপ্লবেই সমাজের সকল সদস্য অংশগ্রহণ করে না। জনতার একটা অংশ একটা আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া আন্দোলন শুরু করে। কালক্রমে ইহাই জাতীয়রূপ পরিগ্রহ করে। ফরাসী বিপ্লব বা বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন সেই ভাবেই শুরু হয়। সংগ্রাম জনসামগ্রীর একটা অংশ দ্বারা পরি-চালিত হয় এবং তাহাতে জন সমর্থন থাকে। ১৮৫৭ সালের আন্দোলনও তাই ছিল। কিন্তু ব্যর্থ হওয়ার জন্য অযথা মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে।

সর্ব ভারতীয় আন্দোলন

আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ১৮৫৭ সালের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক যেভাবে দেশের স্বাধীনতার জন্য একই প্লাট্ফরমে দাঁড়াইয়াছিল তাহার পরে উভয় সম্প্রদায়ের অনুরূপ সংযোগ আর হয় নাই।[১] বস্তুত ১৮৫৭ সালের পর ইংরেজ সরকার নীতি অবলম্বন করিয়া সাম্প্রদায়িক মনোভাব বাড়াইয়া তোলে। ইহার পর হইতেই হিন্দু মুসলিম অনৈক্যের সৃষ্টি হয় এবং ১৮৫৭ সালের আন্দোলনের প্রকৃতি লইয়া ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়।

চার্লস্ বল্ (Charles Bell) নামক এক ইংরেজ কর্মচারী দিল্লী পতনের পর পরই মুগল প্রাসাদে যে সকল নথিপত্র পাইয়াছিলেন তার উপর ভিত্তি করিয়া সুস্পষ্ট ভাষায় রায়

মৌঃ মুহম্মদ আলী রামপুরী, মুহাম্মদ আলী সালিমাবাদ শেখ মোহাম্মদ আলী, সায়িদ মুসা, সায়িদ মুহাম্মদ আলী দেহলবী, মৌঃ ফসীহ্ গাজিপুরী সাইদ আব্দুল বাকী, মৌঃ আব্দুল বাকী, মৌঃ আবদুল হাই, মৌঃ মুফ্তী এনায়েত আহম্মদ, শাহ আহম্মদ সায়িদ, ঢাকার মৌলানা আজিমুদ্দীন, কুমিল্লার মৌঃ আশেকুল্লাহ ও বরিশালের মৌঃ আমীনুদ্দীন প্রমুখগণ সৈয়দ আহমাদ শহিদের শিষ্য ছিলেন।

জুলফিকার আহমেদ কিস্‌মতীঃ আজাদী আন্দোলনে আলেম সমাজের সংগ্রামী ভূমিকাঃ পৃঃ ৩০।

১. সেই সময় হিন্দু-মুসলমান মিলনের বিষয় উল্লেখ করিয়া ফ্রাসু (Frasoo) নামক এক জার্মান ফার্সীতে জাফর-উলজাফর (Victory over Bahadur Shah Zafar) নামক কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। ইহা বাঁকীপুর লাইব্রেরীতে (১২৯নং) পাণ্ডুলিপি আকারে রক্ষিত আছে। কাব্যের রচনাবলী মে ১৮৫৭—মে ১৮৫৮ খ্রীঃ। কাব্যের ২২২৬-২২২৭ শ্লোকে তিনি হিন্দু ও মুসলমানদের একাত্মতার বিষয় ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে সাধারণ শত্রুতার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

চালস্ বলের বক্তব্য

দিয়াছেন যে, সম্রাট বাহাদুর শাহ্ যে সরকার প্রতিষ্ঠা করেন তাহার প্রকৃতি ইসলামী বা হিন্দুয়ানী ছিল না। সেখানে আরবী বা ফার্সী নামের বাড়াবাড়ি ছিল না বরং ইংরেজী প্রতিশব্দগুলি কার্যকরী ভাষা হিসাবে গ্রহণ করা হয়। সম্রাট কেবল সম্রাটই ছিলেন—প্রকৃত ক্ষমতা ছিল তাঁহার কাউন্সিলের হাতে। আর সে কাউন্সিল হিন্দু-মুসলমান গণ্যমান্য নাগরিক ও সামরিক উচ্চপদস্থ অফিসার দ্বারা গঠিত ছিল।[১]

মাহদী হুসেনের মত

মাহেদী হুসেন সাহেবের মতে, "On 14th May, the English having evacuated the city of Delhi, a kind of National Government was set up there. All Hindu and Muslim offices, Rais and Rajas were called to attend the court. The Emperor desired co-operation from all and sent circular letters to the jagirdars and amirs requesting them to come over." তিনি আরো বলেন যে, ১৫ই মে পুনরায় সম্রাট দরবার আহ্বান করেন এবং জহীরুদ্দীন মীর্জা মুগলকে (তাঁহার পুত্র) সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করেন। জিনাৎ মহল বেগম এবং শাহজাদা মীর্জা জাওয়ান বখ্তকে মন্ত্রিত্ব প্রদান করা হয়। দাদ্রী পরগনার রাও সাহিব (Rao Sahib) এবং সাইমল (Sai Mall) নামক দুইজন হিন্দুপ্রধানকে উচ্চপদ দান করা হয়। সাইমল্ ছিলেন অন্যতম সেনাপতি। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পৌত্র পূরণমলকে (Puran Mall) উক্ত সেনাবাহিনীর নেতৃত্বদান করা হয়।[২] শুধু তাহাই নহে। সমগ্র ভারতীয় জাতি সেই সময়ে সাধারণ জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়। মাহদী হুসেন সাহেব বলেন, "Bahadur Shah looked upon both the communities as forming one nation; and his proclamation to the Hindu and Musalman chiefs opened With these words,—God, the Lord of the Nation..."[৩] ঘোষণায় সম্রাট, জমিদার, সিপাহী এবং শিল্পীদের প্রতি আবেদন রাখেন। সেই ঘোষণাও (১০ই মে, ১৮৫৭ খ্রীঃ) ছিল সার্বজনীন আবেদন। কাজেই ১৮৫৭ সালের গণ-আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলন ব্যতিরেকে অন্য কিছু বলা যুক্তিযুক্ত হইবে না।

বিস্তৃতির দিক দিয়াও ১৮৫৭ সালের আন্দোলন ভারতের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। কোম্পানী শাসনের অবসান ঘটাইবার জন্য পবিত্র কুরআনের শপথ করিয়া মুসলমানেরা 'মুহাম্মদী ঝাণ্ডা' উড়াইয়া দেয় এবং গঙ্গা তুলসী ও সালগ্রামের শপথ করিয়া হিন্দুগণ

বিস্তৃতি

মহাবীরের পতাকা ধারণ করে।[৪] ১৮৫৭ সালের জানুয়ারী মাসে বঙ্গদেশের দমদমে গ্রীজ কার্টিজের যে জনরব কানাকানি হইতে থাকে তাহা

---

১. Charles Ball, History of Indian Mutiny; Vol. I. 524.

২. MahdI Husain, Bahadur Shah I I and the War of 1857 in Delhi, P. xix-xx.

৩. Ibid, P. 34.

৪. Ibid, XIVII.

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়ে। ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯শ পদাতিক বাহিনী মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে বিদ্রোহ করে। ইহাই পরবর্তীকালে বারাকপুর হইয়া সমগ্র উত্তর ভারতসহ উত্তরবঙ্গ, আসাম ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্নস্থানে ছড়াইয়া পড়ে। কোন জাতীয় আন্দোলন ছাড়া সামান্য বিদ্রোহের ব্যাপকতা এতদূর বৃদ্ধি পাইতে পারে না।[১]

---

১. ১৮৫৭ জানুয়ারী— গ্রীজ কার্টিজ সম্বন্ধে দমদমে জনরব উঠে।

" ২৫শে ফেব্রুয়ারী—বারাকপুরে ১৯শ দেশী পদাতিক বাহিনী বিদ্রোহ করে। (৩০শে মার্চ উহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়।)

" এপ্রিল মাসে— আম্বালায় বিক্ষোভ দেখা দেয়।

" ৩রা মে — হেনরী লরেন্স লক্ষ্ণৌর প্রথম বিদ্রোহ দমন করেন ও ৭ম অশ্বারোহী বাহিনী রহিত করেন।

" ৬ই মে -বারাকপুরে ৩৪শ দেশী পদাতিক বাহিনী রহিত হয়।

১০ই মে -মীরাটে বিদ্রোহ শুরু হয়। মে মাসেই বিপ্লব দিল্লী, বোম্বাই, আলীগড়, এতোয়া, বুলন্দশহর, নাসিরাবাদ, বেরেলী, মুরাদাবাদ, শাহজাহান-পুর, লাহোর, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, পেশোয়ার, মর্দান প্রভৃতি স্থানে ছড়াইয়া পড়ে ও ব্রিটিশ বাহিনীর প্রধান সেনাপতি আনসন প্রাণ হারায়।

জুন মাসে— সিতাপুর, হান্সী, সিহার, আযিমগড়, গোরকপুর, নীমুচ, গোয়ালিয়র, ভরতপুর, ঝাঁসি, বেনারস, কানপুর, জীবনপুর, এলাহাবাদ, জলন্ধর, ফিলাত্তর, নওগঙ্গ রোহনী, ফতেহগড়, আওরঙ্গাবাদ (দাক্ষিণাত্য), ফতেহপুর, জব্বলপুর, ফয়জাবাদ, সুলতানপুর, গাঙ্গেয় উপত্যকা, রাজপুতনা, মধ্যভারত এবং বাংলাদেশে বিপ্লব ছড়াইয়া পড়ে।

জুলাই মাসে— ইন্দোর, আগ্গার, ঝিলাম সাউগুর, শিয়ালকোট, দিনাপুর প্রভৃতি স্থানে বিপ্লব বিস্তারলাভ করে। হ্যাভলক কানপুর ও নিকলসন ত্রিম্মুঘাটের দিকে অগ্রসর হন।

আগষ্ট মাসে— কোলহাপুর (বোম্বাই), পুনামালি (মাদ্রাজ), জব্বলপুর, ভেলাওয়ার, মীয়ামীর, নর্বদার জেরাসমূহ ও বহরমপুরের ভারতীয় সৈন্য নিয়ন্ত্রণ-করণ।

সেপ্টেম্বর— করাচীতে বিপ্লব। দিল্লীর পতন, হ্যাভলক ও আউটরাম কর্তৃক লক্ষ্ণৌ আক্রমণ।

অক্টোবর— ভাগলপুর, বাংলাদেশ, আসাম, কোতাহ প্রভৃতি স্থানে বিপ্লব।

নভেম্বর— কলিনক্যাম্পবেল কর্তৃক লক্ষ্ণৌ পুণরুদ্ধার। কানপুরে সেনাপতি উইণ্ডহামের পরাজয়।

ডিসেম্বর— কানপুরে ক্যাম্পবেল বিজয়ী। ফতেহগড়ের পুনরুদ্ধার।

কোম্পানী সরকারের সহিত মুগল শাহজাদাদের সম্পর্কের বিষয় আলোচনা করিলেও দেখা যাইবে যে, কোম্পানী শাসনের বিরুদ্ধে তাঁহাদের ক্ষোভের অন্ত ছিল না। কোম্পানী শাসনের বিরুদ্ধে তাঁহারা সতত তৎপর ছিলেন। সম্রাট দ্বিতীয় আকবর খেলাৎ প্রশ্নে তাঁহার সতত তৎপর ছিলেন। সম্রাট দ্বিতীয় আকবর খেলাৎ প্রশ্নে তাঁহার বংশের প্রতি অন্যায় আচরণের প্রতিবিধানার্থে শাহ্ হাজী ও রাজা শেরমল্‌কে দূত হিসাবে লর্ড মিন্টোর নিকট প্রেরণ করেন। লর্ড মিন্টো সেই রাজদূতকে মর্যাদা দেন নাই বা আকবর শাহের আবেদনও রক্ষা করেন নাই। ইংরেজদের যতদিন ক্ষমতা সু-প্রতিষ্ঠিত হয় নাই ততদিন কোম্পানী সরকার মুগল সম্রাটকে ভারতের সার্বভৌম সম্রাটের মর্যাদা দিত। যখন তাহাদের ক্ষমতা স্থাপিত হইল তখন হইতে রাজপরিবারকে উৎখাত করিবার চেষ্টায় থাকে। তবে উভয় পক্ষে মনকষাকষি বর্তমান ছিল।[১] আকবর শাহের সহিত বেন্টিঙ্ক এবং অকল্যাণ্ডেরও মনমালিন্য হয়। তিনি ন্যায় বিচার প্রার্থনা করিয়া রাজা রামমোহন রায়কে দূত হিসাবে ইংল্যাণ্ডের সম্রাট চতুর্থ জর্জের দরবারে প্রেরণ করেন।[২] কিন্তু সেখানেও সম্রাটের দাবী-দাওয়ার প্রতি

মুগলদের অসন্তোষ

১৮৫৮ জানুয়ারী— হাফরোজের মধ্যভারতে অভিযান। নেপালের গুর্খাসৈন্য ক্যাম্পবেলের লক্ষ্ণৌ অভিযানে অংশগ্রহণ।

১৮৫৮ ফেব্রুয়ারী— হাফরোজ কর্তৃক সউগর উদ্ধার। জঙ্গবাহাদুর কর্তৃক গুর্খাসৈন্যের সেনাপতিত্ব গ্রহণ।

" মার্চ— হাফরোজ কর্তৃক লক্ষ্ণৌ অধিকার।

" এপ্রিল— তাণ্ডিয়া টোপীর পরাজয়, ঝাঁসির রাণীর পলায়ন, ঝাঁসির পতন, আজিমগড় পুনরুদ্ধার, ক্যাম্পবেল কর্তৃক রোহিলা খণ্ড দখল, কোর সিংহের নেতৃত্ব বিহারে বিপ্লব।

" মে— আরা দখল, বেরেলীর যুদ্ধ, জগদেশপুর কালপী, মহমুদী প্রভৃতি স্থানে যুদ্ধ।

" জুন-জুলাই— তাণ্ডিয়া টোপী ও ঝাঁসির রাণী কর্তৃক গোয়ালিয়র অধিকার। রোজ কর্তৃক গোয়ালিয়র দখল। গেরিলাযুদ্ধ আরম্ভ।

" ডিসেম্বর— রাজপুতানা, মধ্যভারত ও নেপালী সীমান্ত প্রভৃতি সকল স্থানে গেরিলা তৎপরতার উৎখাত।

১৮৫৯ জানুয়ারী-এপ্রিল—মানসিংহ কর্তৃক তাণ্ডিয়া টোপী ধৃত। ১৫ই এপ্রিল তাণ্ডিয়া টোপীর বিচার ও ১০ ই এপ্রিল তাঁহার ফাঁসি।

Michael, Edwardes, A History of India, P. P. 250-253.

---

১. Spear: Twiflight of the Mughals, P. 44.

২. B. Banerjee ; Raja Ram Mohan Roy's to England. P. 55.
Majumdar ; Raja Ram Mohan Ray and the last Mughals, PP. 196-208.

অবহেলা প্রদর্শন করা হয়। আবার সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের সময়ও পেন্‌সন্ লইয়া কোম্পানী সরকার কারচুপী আরম্ভ করে। তিনি ন্যায়বিচারের খাতিরে পেন্‌শন্ যথাযথভাবে প্রার্থনা করিলে কোম্পানী সরকার তাহা অগ্রাহ্য করে।[১] এই সকল কারণে ব্রিটিশ বিরোধী অসন্তোষ দীর্ঘদিন হইতে দানা বাঁধিয়া উঠিতে ছিল। বিগত ৫০ বৎসরের অসন্তোষই ১৮৫৭ সালে বিপ্লব আকারে আত্মপ্রকাশ করে। সাময়িক ঘটনা বা সিপাহী বিদ্রোহমাত্র বলিয়া এই ঘটনাকে উপেক্ষা করা যায় না।

---

১. Mahdi Husain op. cit. pp. 95-105, মারাঠাগণ দিল্লী অধিকার করিবার পরও মুগল বাদশাহের শাহী সম্মানের অবমাননা করে নাই। মাধজী সিন্ধিয়া ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে দিল্লী অধিকার করিয়া মুগল বাদশাহ শাহ আলমের মন্ত্রী বা আমীরুল উমারা সিহাবে কার্য করিতে থাকেন। দৌলৎরাও সিন্ধিয়াও ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দে মুগল বাদশাহের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইংরেজগণ দিল্লী প্রবেশ করত: মারাঠাদিগকে বিতাড়িত করিয়া মুগল বাদশাহের শাহী মর্যাদা ক্ষুণ্ন করিতে চেষ্টা করে। প্রথমেই বাদশাহ শাহ আলমকে দুর্গ হইতে সরাইবার চেষ্টা করা হয়। শাহ্ আলম তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। শাহ আলম এবং তাঁহার পুত্র আকবর তাঁহাদের ভাতা বৃদ্ধির আবেদন করেন। কিন্তু কোম্পানী সে আবেদন প্রত্যাখ্যান করে। এমনকি বাদশাহ দ্বিতীয় আকবর তাঁহার মান গভর্ণর জেনারেলের মান অপেক্ষা অধিক বলিয়া স্বীকৃতির দাবী জানান। কোম্পানী সরকার তাহাও অস্বীকার করে। সেই সময় পর্যন্ত সরকারী ঘোষণা পত্রে লিখা হইত—"খাল্ক খুদা কি. মুলক্ বাদশাহ কা" অর্থাৎ 'সৃষ্টি আল্লাহর এবং রাজ্য বাদশাহের'। লর্ড বেন্টিংক তাঁহার বদলে জারি করেন-হুকুমে কোম্পানী বাহাদুর। ইহাছাড়া ইংরেজ কর্মচারীগণ বাদশাহী দরবারের সকল প্রকার আদব-কায়দা অবহেলা করিত। ইহাছাড়া কোম্পানী সরকার ৫টি বিষয়ে সরাসরি মুগল বাদশাহের গৌরবে আঘাত হানে। (ক) দিল্লীকে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সঙ্গে একত্রিত করিয়া ইহার পূর্ব গৌরব ধ্বংস করিতে প্রয়াস প্রায়, (খ) আকবর শাহের নাম মুদ্রা হইতে রহিত করে, (গ) গভর্নর জেনারেলের সিল্ হইতে কিদবী খাস" (আপনার বিশেষ কর্মচারী) বাক্য রহিত করে ও ভারতের অন্যান্য রাজন্যবর্গকে উহা করিতে উৎসাহিত করে, (ঘ) আগ্রা দুর্গ ও তাজমহলের ব্যয়াদি বন্ধ করিতে মনস্থ করে এবং (ঙ) বাদশাহের মনোনয়ন দানে হস্তক্ষেপ করে। এই সকল কার্যে বাদশাহী মর্যাদায় আঘাত হানে। বাদশাহ বাহাদুর শাহকেও প্রচলিত নযর প্রদান বন্ধ করে এবং খেলাৎ গ্রহণের সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত করে। দিওয়ান-খাস্ হইতে রৌপ্য সিংহাসন সরাইয়া লওয়া হয় এবং বাদশাহ বাহাদুর শাহকে উহার ব্যবহার হইতে বঞ্চিত করা হয়। বাদশাহের চলাফিরার উপরও নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হয়। ডালহৌসির হুকুমে বাহাদুর শাহের শাহী মর্যাদা টুকু দিতেও অস্বীকার করা হয়। ইহার প্রতিবাদ করিয়াও কোন ফল হয় নাই। Mahdi Husain op cit. pp. 86-95.

বিঃ দ্রঃ প্রকাশ থাকে যে, সেই রৌপ্য সিংহাসন আনয়ন করিয়া সিপাহিগণ ১২ই মে, ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে বাদশাহ বাহাদুর শাহের অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে।

অধ্যায় ছয়

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলাফল

Result of the war of 1857

ক. ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের ফল সুদূর প্রসারী হইয়াছিল। ইংরেজ সরকার সেই আন্দোলনের জন্য মুসলমানদের সম্পূর্ণরূপে দায়ী করে। ফলে আন্দোলনের পরবর্তীকালে মুসলমানদের উপর অবিশ্বাস, নিপীড়ন ও নিগ্রহমূলক নীতি অবলম্বন করা হয়। হিন্দুগণও মুসলমানদের উপর সকল দোষ চাপাইয়া দিয়া সাধু সাজিবার ভাণ করে। ফলে নামমাত্র বিচারে ব্রিটিশ সরকার হাজার হাজার মুসলমানদের প্রাণনাশ করে। বড় বড় আলেমসহ প্রায় ২৮০০০ মুসলমানকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া ইংরেজ সরকার মুসলিম প্রতিভা বিনষ্টের চেষ্টা করে।

খ. মুগল সম্রাট বাহাদুর শাহকে বিচারের প্রহসনে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করিয়া ইংরেজ-গণ একটি প্রাচীন মুসলিম রাজবংশকে ধ্বংস করে। তাহাছাড়া মুগল শাহজাদাদিগকে নির্মমভাবে গুলী করিয়া হত্যা করায় মুগল বংশ প্রকৃতপক্ষে সেই সময়ই শেষ হয়।

গ. ১৮৫৮ সালে ১লা নভেম্বর এক ঘোষণাবলে ইংলণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়া কোম্পানীকে ভারত শাসন হইতে অব্যাহতি দিয়া নিজেই শাসনভার গ্রহণ করেন। এই আইনবলে ১৮৫৩ সালে চার্টার আইনে যাহা আরম্ভ হয় ১৮৫৮ সালে তাহাই পূর্ণতা লাভ করে। এই আইনে বোর্ড অব কন্ট্রোলের প্রেসিডেন্টের পদ রহিত করিয়া ভারত সচিবের পদ সৃষ্টি করা হয়। ভারত সচিব ছিলেন একজন কেবিনেট মন্ত্রী। ১৫ সদস্যের একটি পরিষদ (Council) তাঁহাকে সাহায্য করিত। এইভাবে কোম্পানী ও পার্লিয়ামেন্টের দ্বৈতশাসনের অবসান ঘটে ও ভারত সরাসরি রাজমুকুটের অধীন হয়। গভর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিংকে ভাইসরয় পদে উন্নীত করা হয় এবং তাঁহার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। ঘোষণায় দেশীয় রাজন্যবর্গকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, ব্রিটিশ সরকার আর কাহারও রাজ্য দখল করিবে না এবং যাহার সহিত যে সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে ও যে সনদ যাহাকে দেওয়া হইয়াছে বৃটিশ সরকার তাহার যথাযথ মর্যাদা রক্ষা করিবে। অতঃপর বৃটিশ সরকার ভারতের ধর্মীয় বা সামাজিক ক্রিয়াকলাপে হস্তক্ষেপ করিবে না বলিয়া অঙ্গিকার করে। ভারতীয়দের দায়িত্বপূর্ণ পদে চাকুরী দানের জন্যও উক্ত ঘোষণায় স্বীকার করা হয়। আত্মসমর্পণকারী বিদ্রোহীকে ক্ষমাদানের অঙ্গিকারও উক্ত ঘোষণায় করা হয়।

ঘ. ডালহৌসীর কুখ্যাত "স্বত্ববিলোপ আইন" রহিত করা হয়। বৃটিশ সরকার ভারতের আভ্যন্তরীণ শাসন শৃংখলার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে।

ঙ. সেই মুক্তি সংগ্রামে প্রায় ২০ লক্ষ ভারতবাসী প্রাণ হারায়। ইংরেজ সৈন্যের অত্যাচার ও নিপীড়নের জ্বলন্ত স্মৃতি ভারতবাসীর মনে প্রতিহিংসার বীজ বপন করে এবং ভবিষ্যতে ইংরেজ বিতাড়নের জন্য তাহারা প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে থাকে।

চ. ইংরেজদের সম্যক শিক্ষা হইয়াছিল যে ভারতে ইন্দো-ইউরোপীয় সভ্যতা সৃষ্টি করা সম্ভব নহে। সুতরাং তাহারা সে প্রচেষ্টা হইতে বিরত হয়।

ছ. ১৮৫৭ সালের মুক্তিসংগ্রামের পর ভারত আর কোনক্রমেই ইংরেজদের বিশ্বাস করিতে পারে নাই। মুসলমানরা দারুন নাদওয়া ও দেওবন্দকে কেন্দ্র করিয়া এবং হিন্দুগণ পুনাকে কেন্দ্র করিয়া নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয় এবং গঠনতান্ত্রিক উপায়ে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করে।

জ. মওলানা ফযলে হক তাঁহার মুকাদ্দামা-ই-সাওয়াতুল হিন্দীয়া নামক পুস্তকে[১] উল্লেখ করিয়াছেন যে, মহারাণীর ঘোষণা প্রহসনমাত্র ছিল। উক্ত ক্ষমা ঘোষণার পরও হাজার হাজার মানুষকে বিচারের নামে হত্যা করা হয় ও নির্বাসনদণ্ড দেওয়া হয়। তিনি আরও বলেন যে, হিন্দুদের মধ্যে কেবল তাহাদিগকেই হত্যা করা হইত যাহাদের সম্পর্কে জানা ছিল যে, তাহারা প্রকাশ্যে শত্রুতা করিয়াছে। কিন্তু মুসলমানদের গ্রেফতারমাত্র হয় গুলী করিয়া হত্যা করা হইত বা ফাঁসিতে ঝুলাইয়া মারা হইত নতুবা আন্দামানে নির্বাসন দেওয়া হইত। ইহাতে মুসলমানেরা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং প্রকৃতপক্ষে নেতাবিহীন হইয়া পড়ে।

ঝ. বৃটিশ শাসকদের হিন্দুদের প্রতি প্রকাশ্যে সহানুভূতি ও মুসলমানদের প্রকাশ্যে বিতৃষ্ণাভাব প্রদর্শনের ফলে ভারতে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য বিনষ্ট হয় এবং হিন্দুদের সহায়তায় বৃটিশ শক্তি প্রতিফলিত হয়।

ঞ. ১৮৫৭. সনের স্বাধীনতা আন্দোলন ভারতের সমাজ ব্যবস্থায় অনেক পরিবর্তন আনয়ন করে। এককালের শাসক মুসলমান গোষ্ঠী বৃটিশ নীতির বলে সমাজের উচ্চ স্তর হইতে নিম্নস্তরে নামিয়া যায় এবং শাসিত হিন্দু-সম্প্রদায় বৃটিশ সহানুভূতি লাভে দিন দিন সমাজের উচ্চ উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়। চাকুরী,ব্যবসা, বাণিজ্য প্রভৃতি সব লাভ জনক ক্ষেত্র হইতে মুসলমানদের কৌশলে, কোথায়ও বা বলপূর্বক সরাইয়া দেওয়া এবং তদস্থলে ইংরেজ শাসনের স্তম্ভ হিসাবে হিন্দুদের প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

ট. ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ায় এবং মুসলমানদের প্রতি ইংরেজদের চণ্ডনীতির ফলে মুসলমানেরা কিছুদিন দিগভ্রান্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু দিশাহারা

১. ফযলে হক খায়রাবাদী ; পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮।

অবস্থায় তাহাদিগকে বেশীদিন থাকিতে হয় নাই। তাহাদিগকে পরিচালনা করিবার জন্য স্যার সৈয়দ আহমাদ খানের মত নতুন নেতার আবির্ভাব হয় এবং তাঁহাদিগের নেতৃত্বে ভারতীয় মুসলমানগণ নবকৌশলে ইংরেজ বিতাড়নের পথ অনুসন্ধান করে।

ঠ. ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে ব্যর্থ হওয়ার পর মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তের উপর প্রকৃতপক্ষে নবভারতের জন্ম হয়। আধুনিক ভারতের গোড়াপত্তন ১৮৫৭ -এর পরই হইয়াছিল। ১৮৫৭-এর সংগ্রামোত্তর ভারত ক্রমে ক্রমে ইউরোপীয় শিক্ষালাভ করে এবং রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক বিরাট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। উহাই ভারতকে পুনরায় বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে এবং পরবর্তীকালে স্বাধীনতা লাভে সহায়তা করে।

অধ্যায় সাত

১৮৫৭-এর মুক্তি সংগ্রাম ও সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ

শেষ মুগল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ আকবর শাহ ও লাল বাঈ-এঁর প্রথম সন্তান ছিলেন। তিনি ১২৫৩ হিঃ ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মাতার তরফ হইতে তিনি হিন্দুদের সহিত সম্পর্কিত ছিলেন। তাঁহার দাদীও রাজপুত মহিলা ছিলেন।

বাহাদুর শাহের বংশ তালিকা (রাজত্বকালসহ)

৬ষ্ঠ—মুগল সম্রাট আওরঙ্গযিব (১৬৫৮-১৭০৭খ্রীঃ)

৭ম—প্রথম বাহাদুর শাহ (১৭০৭-১৭১২খ্রীঃ)

৮ম—জাহান্দার শাহ (১৭১২-১৭১৩খ্রীঃ)

১৪শ	মুগল সম্রাট	দ্বিতীয় আলমগীর	(১৭৫৪-১৭৫৯ খ্রীঃ)
১৫শ	”	দ্বিতীয় শাহ আলম	১৭৫৯–১৮০৬ খ্রীঃ)
১৬শ	”	দ্বিতীয় আকবর শাহ	(১৮০৬–১৮৩৭ খ্রীঃ)
১৭শ	”	দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ	(১৮৩৭-১৮৫৭ খ্রীঃ ও ১৮৬২ খ্রীঃ ইন্তেকাল)।

তিনি ফার্সী ও উর্দু ভাষায় বুৎপত্তি অর্জন করেন। ইহাছাড়া তিনি হস্তলিপিতেও অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। তিনি সূফী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন। তিনি অতি উচ্চমানের একজন কবি ছিলেন।[১] তাঁহার কাব্যের ছত্রে ছত্রে সূফী ভাবধারা প্রবাহিত। তিনি সুধী-সমাবেশ, কাব্য চর্চা ও ধর্মালোচনা লইয়া মশগুল থাকিতেন। তাঁহার পাঁচখানা কাব্যগ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে হাকিম আহসানুল্লাহর তত্ত্বাবধানে প্রথম খানা ১৮৪৫ খ্রীস্টব্দে প্রকাশিত হয়।

তাঁহার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে। তিনি শেখ সাদীর গুলিস্তানের সূফী ভাবধারার ব্যাখ্যাও করেন। তাঁহার তৃতীয় ও চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ নওয়াল কিশোর প্রেস (লক্ষ্ণৌ) হইতে প্রকাশিত হয়। পঞ্চম দিওয়ান খানা প্রকাশিত হয় নাই। পঞ্চম দিওয়ান খানা ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিষয় লইয়া রচিত হয়। ইহার

---

১. তাঁহার কাব্যনাম (Ren Name) ছিল জাফর।

বহু কবিতা মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামে বিফল হইয়া তিনি আক্ষেপ করিয়া লিখেন[১]—

রাহুচক্রে ঘেরিয়াছে নাই নিঁদ্ নাই আরাম
মরিব নিশ্চিত ত্বরা কাল ভেবে কিংবা সাম।

ইহা শুনিয়া এক ব্যক্তি ব্যঙ্গ করিয়া রচনা করেন[২]—

মুক্তিফৌজের শক্তি শেষ এবার বাঁচাও প্রাণটাকে
হে জাফর, হিন্দুস্তানী তালোয়ার এবার ঠাণ্ডা যে !

এই ব্যঙ্গ শুনিয়া বাহাদুর শাহের প্রাণে আগুন জ্বলিয়া যায়। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তরে রচনা করেন—

যতক্ষণ গাযীদের মধ্যে ঈমানের জোশ র'বে
হিন্দুস্তানী তলোয়ার লণ্ডন তক্ পৌছাবে।[৩]

মুগল বাদশাহ মহান আকবর হইতে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির যে রাজনৈতিক আর্দশ অনুসরিত হইয়া আসিতেছিল বাদশাহ বাহাদুর শাহও সেই আদর্শ পালন করিতেন। তিনি হিন্দুদিগকে ভাল-বাসিতেন এবং নিজ দরবারে উচ্চ সম্মান দিতেন। বাহাদুর শাহ যে সকল হিন্দুব্যক্তির সহিত নিকট-সম্পর্ক বজায় রাখিতেন তাঁহাদের মধ্যে বেনারসের বাবু সুরজ নারায়ণ মুখ্‌তার, পণ্ডিত নন্দকিশোর, রাজা ভোলানাথ, কুমার সলগ রাম, রাজা দেবীসিংহ, গয়েন্দ মল্ল, লালা শিবলাল, জগজ্জীবন দাস ও লাল মুকুন্দলালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৪] তিনি হিন্দু উৎসবাদিতেও যোগদান করিতেন। তিনি দরবারে রাখিবন্ধন, বসন্ত, হোলী, দিওয়ালী প্রভৃতি উৎসব উদ্‌যাপন করিতেন এবং হিন্দু কর্মচারীদের বখ্‌শিশ প্রদান করিতেন। হিন্দুদের প্রতি তাঁহার ভক্তিভাব এত প্রবল ছিল যে, তিনি শাহ মরদান হযরত আলী সাহেবের দস্তরখান ও গৌস-ই আযমের নিয়ায্ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের দায়িত্বও হিন্দুদের উপর ন্যস্ত করিতেন। হিন্দু ব্রাহ্মণগণও তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি করিত। তিনি হিন্দু মন্দির পরিদর্শন করিতেন এবং ব্রাহ্মণদের ন্যায় বেশভুষা করিতেন। তিনি বলেন—

বৃৎখানা মে গেয়া মায় খেঁচ কর কাশফা জাফর,
বোল্‌উঠা, ওহ্ বুৎ-ব্রাহ্মণ ইয়ে নেহী তো কৌন হ্যায় ?

---

১. Mutiny papers, BoX 21
Fair copies of collection 19

২. (Mutlny papers BoX 17)
Cited by Mahdi Hussain, op, cit, p. 45.

৩. Mahdi Hussain, op, cit, f. N. p. 46.

৪. Court Diary, 12th December, 1845 to 30th March 1856 Cited by Mahdi Hussain, P. 39.

বলা বাহুল্য পরবর্তী মুগল বাদশাহদিগের এইরূপ সহনশীল আচরণের জন্য তৎকালীন ভারতে হিন্দু মুসলিম ঐক্য ও সখ্য অতি চমকপ্রদরূপ পরিগ্রহ করে। সেইরূপ ঐক্য ও সখ্যের জন্য রীতি-নীতি ও আচার-আচরণে হিন্দু-মুসলিম মিশ্র সামাজিক আচার-আচরণের প্রকাশ লাভ ঘটে। এ্যানড্রজ (C. F. Andrews) সাহেব বলেন, "It was quite common in those days for two communities to join together in different religious festivals. Hindus would go to Muslim festivals, Muslims would go to Hindu festivals. This had become a natural local custom,"[১] বিজ্ঞ ঐতিহাসিক প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে আরও বলেন যে, সেই যুগে বর্তমানকালের ন্যায় হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের মধ্যে তিক্ততা ছিল না। হিন্দুগণ মুসলমান দরগায় এবং মুসলমানগণ হিন্দু-সন্ন্যাসীদের আখড়ায় যাতায়াত করিত। হিন্দুগণ হাফিজ ইত্যাদি বড় বড় পারশী কবির কবিতা হইতে আবৃতি করিয়া তাহাদের আলোচনা সরগরম করিত। বিবাহদি, সামাজিক অনুষ্ঠানে হিন্দুগণ মুসলমানকে এবং মুসলমানেরা হিন্দু বন্ধুদের আমন্ত্রণ করিত। এইভাবে হিন্দু ও মুসলমানরা সহঅবস্থানের নীতিতে বসবাসের কৌশল অতি উন্নতমানে পৌঁছিয়াছিল। এ্যানড্রজ সাহেব বলেন, "The Emperor Bahadur Shah was more punctitions in these matters right up to the end of his life."[২] হিন্দুদের প্রতি সহনশীলতার জন্য মুসলমানগণ সম্রাট বাহাদুর শাহের প্রতি অসন্তোষ তো ছিলই না বরং তিনি তাহাদের শ্রদ্ধার পাত্রই ছিলেন। হিন্দুগণ ও তাঁহাকে দেবতাতুল্য মনে করিত। দিল্লীর উভয় সম্প্রদায় তাঁহাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিত ও সম্মান করিত। হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও সখ্য বজায় রাখিবার জন্য তিনি ১৮৫৭ সালের ১২ই মে তেলিঙ্গা ও পুরবিয়া সৈন্যবাহিনীর অনুরোধে বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াই ১২ই মে গো-জবেহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। সেই বৎসরই ২রা আগষ্ট বকর-ঈদের দিনও গো-কোরবানী নিষিদ্ধ ছিল।[৩] তিনি ৮২ বৎসর বয়সে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি কোম্পানী সরকারের পেনসনভোগী ছিলেন এবং শাসন ব্যাপারে তাঁহার কোন ভূমিকা ছিল না। তিনি দিল্লীর দুর্গমধ্যেই স্বপরিবারে বাস করিতেন এবং কাব্যচর্চ্য ও সুধী সমাবেশে দিন কাটাইতেন। নিজামুদ্দীন আওলীয়া এবং শেখ কুৎবুদ্দীন বখতিয়ার কাখীর মাজারে নজর-নেয়াজ উপঢৌকন দিতেন এবং স্বয়ং যেয়ারতে গমন করিতেন। বাহাদুর শাহের শারীরিক গঠন ছিল সুষ্ঠ, সুন্দর, সবল ও সুঠাম। খেলাধুলায় তিনি তাঁহার ৭৮ জন প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করিতে পারিতেন তিনি মদ্য স্পর্শ করিতেন না। পান ও হুকা সেবনে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। সুফী

১. C. F. Andrews. Life of Zakaullah, p. 13.
২. Ibid -p.p. 40-41.
৩. Metcalfe, op, cit, P. 170.

ভাবধারায় তন্ময় থাকিলেও তিনি যে প্রকৃতপক্ষে ইংরেজদের হাতে বন্দী তাহা কখনও ভুলেন নাই! তিনি নিজকে ও ভারতবাসীকে ইংরেজদের কয়েদ হইতে মুক্ত করিবার জন্য সতত চিন্তা করিতেন। সমসাময়িক রেকর্ডরপত্র হইতে জানা যায় যে, ইংরেজ বিতাড়নের জন্য সাহায্য চাহিয়া তিনি পারস্য, তুরস্ক ও মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশসমূহে দূত প্রেরণ করেন।

১২ই মে মীরাটের তেলিঙ্গা সৈন্যবাহিনীর অনুরোধে ৮২ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ সম্রাট বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং শাহজাদা জহীরুদ্দীন মীর্জা মুগল, মীর্জা জাওয়ান বখ্‌ত্‌ ও রাজপরিবারের অন্য সক্ষম পুরুষসহ দুর্গ হইতে চাঁদনী চক্ গমন করেন ও বেগম কা বাগ নামক স্থানে সৈন্যবাহিনীকে সম্বোধন করেন ঃ

"আমি সর্বান্তকরণে তোমাদের সহিত আছি। কিন্তু আমার না আছে অর্থ, না আছে সৈন্য। আমি যদি আমার হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে পারি তবে আমি তোমাদিগকে রাজকীয় মর্যাদায় অনুদান প্রদান করিব।"

ইহাতে সৈন্যগণ সমস্বরে বলিয়া উঠে ঃ "হুজুর, আমরা ধনও চাই না সৈন্যও চাই না। আমরা কেবল ইহাই চাই-এবং ইহাই আমাদের একমাত্র কাম্য যে, হুজুর অনুগ্রহপূর্বক আপনার নামের সমর্থন আমাদিগকে দিন। আমরা আপনার পদতলে আমাদের জীবন উৎসর্গ করিব। আমরা আপনার হৃঢরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দিবার পক্ষপাতী এবং উহাদ্বারা আমরা চিরস্থায়ী গৌরব অর্জন করিতে চাই।"

অতঃপর বাদশাহ বাহদুর শাহ বলিলেন ঃ

"আমার যাহা আছে তাহা তোমাদের দায়িত্বে ছাড়িয়া দিলাম। আমার ভাণ্ডার হইতে তোমরা খানাপিনা চালাও এবং প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া শত্রুদের ভারত হইতে বিতাড়িত কর ও আমার (নামে) মুদ্রা চালু কর।"

সেই সঙ্গে সঙ্গে বাহাদুর শাহের নামে একপ্রকার স্বর্ণমুদ্রা অঙ্কিত ও চালু করা হয়। উহাতে অঙ্কিত হইয়াছিল—

বাসার যাদ্ সিক্কা নুস্‌রাত তারাঘী
সিরাজউদ্দৌলাহ বাহাদুর শাহ গাযী।

অর্থাৎ

"সিরাজউদ্দৌল্লাহ বাহাদুর গাযী বিজয়ের স্মৃতিস্বরূপ স্বর্ণমুদ্রা অঙ্কিত করিলেন।"

বাদশাহ বাহাদুর শাহ বৃটিশ শাসনের বিরোধীতা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ইংরেজ বিদ্বেষী ছিলেন না। তিনি ইংরেজ নর-নারীকে হত্যার জন্যও কাহাকে উৎসাহিত করেন নাই। বরং নিরপরাধ ইংরেজ নাগরিকদের নিরাপত্তা দান করেন। কিন্তু তেলিঙ্গা সৈন্যবাহিনী বাদশাহের নিষেধ সত্ত্বেও দিল্লীতে ইংরেজ নর-নারীর উপর জুলুম চালায়। ১৩ই মে তাহারা ৬০ জন ইংরেজ শিশু ও নারীকে ধরিয়া আনে এবং তাহাদিগকে হত্যা

করিবার জন্য বাদশাহের অনুমতি যাচঞা করে। তিনি তাহাদিগকে হত্যার অনুমতি ত দেন-ই নাই বরং দুর্গে রাখিয়া তাহদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করেন। বাদশাহ ১৪ই ও ১৫ই মে দুইবার সবার আহ্বান করেন এবং সেই দরবারে হিন্দু-মুসলমান আমীর-ওমরাহ, রাই এবং রাজন্যবর্গকে যোগদানের জন্য অনুরোধ করেন। তিনি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার সিংহাসনের লোভ-লালসা ছিল না। ইতিহাস বিশ্লেষণ করিয়া জানা যায় যে, তিনি ভারতীয় রাজন্যবর্গের সমন্বয়ে একটি কনফেডারেসী (Condederacy) গঠন করিতে ইচ্ছা করেন এবং প্রয়োজনবোধে সকল ক্ষমতা তাহাদের হস্তে ন্যস্ত করিতেও ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বাদশাহের বিচারের সময় মুকুন্দলাল, হাকিম আহসানুল্লাহ খান প্রমুখ যে সাক্ষ্য প্রদান করেন তাহা হইতেও প্রতীয়মান হয় যে, বাদশাহ বাহাদুর শাহ বৃটিশ শাসনের অবসান-কল্পেই বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং সেই উদ্দেশ্যেই ভারতীয় রাজন্যবর্গকে একাত্ম হইতে অনুরোধ করেন।

সতর্কতা অবলম্বন সত্ত্বেও তেলিঙ্গা বাহিনীকে বাদশাহ আয়ত্তে রাখিতে পারেন নাই। তাহারা ব্রিটিশ নাগরিকদের নির্মমভাবে হত্যা করে এবং লুঠতরাজ চালায়। উপরোল্লিখিত ৬০ জন শিশু ও নারীকেও তাহারা দুর্গ হইতে নাক্কারখানায় লইয়া যায় ও নির্মমভাবে জবাই করে। তাহারা দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপরও হামলা চালায় । তাহারা মুন্সী মোহনলাল ও মুন্সী গোবিন্দ দাসের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করে কারণ তাহারা ইংরেজদের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করিত। সেই সময় আগাজান নামক এক মুসলমান ও ইংরেজদের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করিত বলিয়া জানা যায়।

বৃটিশ বাহিনী দিল্লীর বাহিরে রিজ্ (Ridge) বর্তমানে ফতেহ্গড় (বাজিত্গড়) নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে। ইংরেজ সৈন্য রিজ্ হইতে এবং বাদশাহী সৈন্য দিল্লী হইতে যুদ্ধ চালাইতে থাকে। ১৪ই সেপ্টেম্বর দিল্লীর পতন হয়। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া বাহাদুর শাহ দুঃখে কাঁদিয়া ফেলেন এবং বলিয়া উঠেন, "আমি পূর্বেই এই মর্মান্তিক পরিণতির কথা বলিয়াছিলাম। শেষ পর্যন্ত এই অকৃতজ্ঞ লোকেরা বৃদ্ধ বয়সে আমাকে ধ্বংস করিয়া দিল। যাহা হউক আমি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে যাইব।" এই বলিয়া ৮৪ বৎসরের বৃদ্ধ বাদশাহ যুদ্ধসাজে সজ্জিত হইয়া দুর্গের বাহিরে আসিলেন। কিন্তু ইংরেজপক্ষের গুলী-গোলায় তখন বাহিরে তিষ্ঠান দায় ছিল। বাদশাহের নিকট সহচরেরা তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া দুর্গমধ্যে ফিরাইয়া আনেন। ইহার পর বাদশাহের সৈন্যবাহিনী যে দিকে পারে পালাইয়া যায়।

১৯ শে সেপ্টেম্বর বাদশাহ দেখিলেন তাঁহার আশেপাশে আর কেহ নাই। তিনি ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া বেগমসহ শাহজাদাদিগকে রাতের অন্ধকারে অজ্ঞাত স্থানে পাঠাইয়া দেন। তিনি একাকী দুর্গে রাত্রিযাপন করিয়া সকালে হযরত নিজামুদ্দীন আওলীয়ার মাজারে গমন করেন। সেখানে তিনি মাজারের তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে কিছুক্ষণ অবস্থান

করেন এবং নিজের পরিণতির বিষয় চিন্তা করিয়া তাঁহার হস্তে রাসূলুল্লাহ্ (সা)[১]-এর পবিত্র কেশ রক্ষিত একটি বাক্স প্রদান করেন। অতঃপর তিনি মাজাররক্ষীর নিকট কিছু খাদ্য চাহিয়া আহার করেন। ইহার পর তিনি হুমায়ুনের সমাধি ভবনে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃটিশ সেনাপতি হড্‌সন্ তাঁহার সন্ধানে সেখানে আসে ও তাঁহাকে গ্রেফতার করিয়া অপমান করিতে করিতে দুর্গে লইয়া যায়।

হড্‌স্‌ন সম্রাট বাহাদুর শাহের দুই পুত্রসহ রাজপরিবারের ২৯ জন শাহজাদাকে গুলী করিয়া হত্যা করে। বাদশাহ বাহাদুর শাহকেও গুলী করিয়া হত্যা করিবার তাহার কু-মতলব ছিল। কিন্তু প্রধান সেনাপতি উইল্‌সন্ তাহা হইতে দেন নাই। নিষ্ঠুর আনন্দ উপলব্ধির জন্য হড্‌মন ২৯ জন শাহজাদার ছিন্ন মস্তক বন্দী সম্রাটের সামনে উপহার দেয়।

হড্‌সন্ বৃদ্ধ বাদশাহকে বন্দী করিয়া দুর্গে আনয়ন করিলে বৃটিশ বাহিনী তাঁহাকে নানাপ্রকার ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপ করিয়া অভিনন্দন জানায়। অতঃপর তাঁহাকে তাঁহার প্রাণের শত্রুদের (ইংরেজ সৈন্যদের) মাঝখানে দাঁড় করান হয়। তাহাদের মধ্যে এক নরাধম দাঁত খিঁচাইয়া তাঁহার দিকে ধাওয়া করে এবং ৮৪ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ সম্রাটের মুখে ঘুসি মারে। অসহায় সম্রাটকে আক্রান্ত হইতে দেখিয়া তাঁহার একজন প্রভুভক্ত আবিসিনীয় দাস প্রভুর দিকে দৌড়াইয়া যায় এবং আক্রমণকারীকে প্রবল বেগে হামলা চালাইয়া ধরাশায়ী করে। ইহাতে অন্যান্য ইংরেজ সৈন্যগণ সেই কাফ্রীকে তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করিয়া হত্যা করে। ইহার পর যে দীওয়ান-ই খাসে তিনি স্বয়ং দরবারে বসিতেন সেই দীওয়ান-ই-খাসে ইংরেজগণ সম্রাটের বিচারের ব্যবস্থা করে। একটি মিলিটারী কমিশনে তাঁহার বিচার হয়। তাঁহার বিরুদ্ধে ৪টি অভিযোগ আনয়ন করা হয়। সেগুলি হইতেছে—

(ক) সিপাহীদিগকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে তিনি উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন।

(খ) তিনি তাঁহার পুত্রগণ, দিল্লীর অধিবাসীবৃন্দ ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশসমূহকে বিদ্রোহ করিতে ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে উৎসাহিত করিয়াছেন।

(গ) তিনি স্বয়ং সার্বভৌম সম্রাট হিসাবে ঘোষণা করেন এবং দিল্লীতে সৈন্য সমাবেশ করেন, অন্যদের কোম্পানী সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে উৎসাহিত করেন এবং

(ঘ) তিনি ১৬ই মে ৪৯ জন ইউরোপীয়কে হত্যার জন্য দায়ী এবং অনুরূপ কার্যে ইংরেজ অফিসার ও নাগরিকদের হত্যার জন্য তাঁহার ভূমিকা ছিল।

---

১. এই বাক্সে রাসূলুল্লাহর (সা) পবিত্র দাড়ির তিনটি চুল চতুর্দশ শতাব্দী (হিঃ ৮ম শতাব্দী) হইতে তৈমুর বংশের হাতে পুরুষানুক্রমে রক্ষিত ছিল।
Mahdi Hussain, op. cit, p. XX.

বলা বাহুল্য যে, দীর্ঘ ৪২ দিন ধরিয়া বিচারের নামে সেই প্রহসন চলে। সেই হৃদয়বিদারক বিচারে বৃদ্ধ সম্রাট মাঝে মাঝে সংজ্ঞা হারাইতেন। বিচারে ৪টি অভিযোগেই তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং রেঙ্গুনে নির্বাসিত করা হয়।

হতভাগ্য বাদশাহ বাহাদুর শাহের বিচার শেষ হইলে যে ইংরেজরা তাঁহার পূর্বপুরুষের নিকট নতজানু হইয়া ভারতে ব্যবসায়ের সনদ ভিক্ষা করিয়া লইয়াছিল সেই বণিক শ্রেণী ভারতের তখতে পাকাপোক্ত হইয়া বসিল। ভারতের বাদশাহের দিল্লীতে থাকিবার আর অধিকার রহিল না ; পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ হইতে ওয়ারিশসূত্রে প্রাপ্ত রাজপ্রাসাদের অধিকারী হইতে আজ তৈমুর বংশ বঞ্চিত। বাহাদুর শাহসহ জীবিত প্রায় সকল তৈমুর বংশীয় শাহজাদাই হয় নির্বাসিত নয় নিহত হইলেন।[১]

দেখিতে দেখিতে বাদশাহের দিল্লী ত্যাগের দিন উপস্থিত হইল। বাদশাহ এবং তাঁহার পরিবারের লোকজনকে বহন করিবার জন্য তিনখানা চার-অশ্বচালিত পাল্কী গাড়ীর ব্যবস্থা করা হইল এবং তাঁহার সঙ্গী ও অন্যদের বহনের জন্য পাঁচখানা গাড়ী তৈয়ার করা হইল।[২] এই রাজকীয় বন্দীদের লইয়া ইংরেজ অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ বাহিনীর একটি

---

১. দিল্লীর স্পেশাল কমিশনারের হুকুমে বিদ্রোহের অভিযোগে ২৬ জন মুগল শাহজাদাকে হত্যা করা হয়। তাঁহারা হইলেন ঃ ১। মীর্জা নাদির বখ্‌ত্‌, ২। মীর্জা মাওলা বখ্‌শ্‌, ৩। মীর্জা করীম বখ্‌শ্‌, ৪। মীর্জা আবু আব্বাস, ৫। মুহম্মদ শিকোহ্‌ (আবু আব্বাসের পুত্র), ৬। মীর্জা হুসেন বখ্‌শ্‌, ৭। মীর্জা আহমদ বখ্‌শ্‌, ৮। মীর্জা আবিদুদ্দীন আব্বাস, ৯। মীর্জা মুশিরুদ্দীন, ১০। মীর্জা মইনউদ্দীন, ১১। মীর্জা কাদের বখ্‌শ্‌, ১২। মীর্জা কুৎবুদ্দীন, ১৩। মীর্জা নুরুদ্দীন, ১৪। মীর্জা মুয়ীজুদ্দীন, ১৫। মীর্জা ইনায়েৎ হুসেন, ১৬। মীর্জা মুহম্মদ বখ্‌শ্‌, ১৭। মীর্জা গোলাম মুহম্মদ, ১৮। মীর্জা গোলাম বাখ্‌রুদ্দীন (আগাজানের পুত্র) ১৯। মীর্জা গোলাম আব্বাস (আগাজানের পুত্র), ২০। মীর্জা কবিরুদ্দীন, ২১। মীর্জা বাহাদুর, ২২। মীর্জা ওয়ালাশিকোহ্‌, ২৩। মীর্জা নান্‌হে, ২৪। মীর্জা মুবারক্‌, ২৫। মীর্জা বুলান্দে, ২৬। মীর্জা কালে (আগাজানের পুত্র)।
Mahdi Hussai, op, it, p.p. 405—406.

২. বাদশাহ বাহাদুর শাহের যাঁহারা সঙ্গী হইলেন তাঁহারা হইতেছেন ঃ ১। আবু জাফর বাহাদুর শাহ বাদশাহ গাজী, ২। মীর্জা জাওয়ান বাখ্‌ত্‌ (বাদশাহ ও বেগম জিনাত মহলের পুত্র), ৩। মীর্জা শাহ আব্বাস (বাদশাহের পুত্র), ৪। জিনাত মহল (বাদশাহের বেগম), ৫। নওয়াব শাহজামানী বেগম (মীর্জা জাওয়ান বাখ্‌তের বেগম), ৬। মমতাজ দুলহান বেগম (শাহজামানী বেগমের মাতা), ৭। রোকেয়া সুলতান বেগম (শাহজামানী বেগমের বোন), ৮। নওয়াব তাজমহল বেগম (বাদশাহের বেগম), বাদশাহের হারেমের মহিলা– ৯। সুলতানী, ১০। রহিমা, ১১। ইশ্‌রাত, ১২। তাহারাত, ১৩। মুবারাকুন্নিসা, বাদশাহের চাকর নওকর– ১৪। মীর্জা কায়সার, ১৫। আব্দুর রহমান, ১৬। আহমদ বেগ, ১৭। জুনয্‌র, ১৮। খাজা বাখ্‌শ্‌ (খোঁজা), বাদশাহের চাকরাণী– ১৯। সানদাল্‌, ২০। নিয়ায্‌, ২১। হুসাইনী, ২২। করিমন, ২৩। ওফাদার, ২৪। রাহাত্‌, ২৫। জুমায়াত, ২৬। মুবরাক্‌, ২৭। সকিনা খানম, ২৮। হুরমত বাই, ২৯। লুৎফুন। পূর্বোক্ত ; পৃঃ ৪০১—৪১০।

দল ৭ই অক্টোবর এলাহাবাদের দিকে রাজপথ ধরিয়া রওনা হইল। তাঁহারা ১৩ই নভেম্বর এলাহাবাদে পৌঁছান। এলাহাবাদে যাত্রা বিরতি করা হয়। সেখানে বাদশাহের সঙ্গীদের মধ্যে চৌদ্দজন দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিতে মত প্রকাশ করায় তাহাদিগকে এলাহাবাদের জেলে রাখা হয়। সেখানে বাদশাহের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাইয়া মীর্জাপুর লইয়া যাওয়া হয় এবং সেখানে হইতে লেঃ ওম্মানের (Lt. Ommaney) তত্ত্বাবধানে বাদশাহ, তাঁহার বেগম ও ১১ জন অনুগামীসহ টেম্‌স্ (thames) নামক জাহাজ ১৯শে নভেম্বর রওনা হয়। ইহা ২২শে নভেম্বর বক্সার হইয়া ২৫শে নভেম্বর মুঙ্গেরে পৌছায়। টেম্‌স্ ২৭শে নভেম্বর রাজমহল হইয়া ২৮শে নভেম্বর সকালে রামপুর (রাজশাহী) বল্লিয়ায় নোঙ্গর করে। সেখান হইতে যাত্রা করিয়া জাহাজখানা ২৯শে নভেম্বর অমরকোলী ও ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর ৮ ঘটিকার সময় খুলনা পৌছায়। ইহার পর ইহা ৪ঠা ডিসেম্বর সকাল ৯-০৫ মিনিটে ডায়মণ্ড হারবারে নোঙ্গর করে। রাজবন্দীদের লইয়া কলিকাতায় বিরতি নিষেধ ছিল। সেইজন্য ডায়মণ্ড হারবারে দ্রুত জাহাজ বদলাইয়া রাজবন্দীদের মিগারা (Megara বা Magoera) নামক জাহাজে তুলিয়া ১১-৩০ টার সময় রেঙ্গুন যাত্রা করে। ইহা কেদ্‌গিরী ও স্যান্ডহেড়স্ হইয়া ৯ই ডিসেম্বর রেঙ্গুন পৌছায়।

১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল ভারত সরকারের সেক্রেটারীর (Secretary to the government of India) নিকট পেগুর কমিশনার মেজর এ, পি, ফাইল (A.P. Phayle) কর্তৃক প্রেরিত এক এক সরকারী পত্রে জানা যায় যে, দিল্লীর সাবেক বাদশাহসহ রাজবন্দীদের বাসের জন্য অনেকদিন যাবত বাসার ব্যবস্থা করা হয় নাই। তাঁহাদিগকে তাঁবু ও গার্ড কোয়ার্টারের এক অংশে রাখা হইত। ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের ৩রা আগস্ট রেঙ্গুন কারাগারের তত্ত্বাবধায়ক ক্যাপ্টেন এইচ, এন, ডেভিসের এক পত্রে জানা যায় যে, দীর্ঘদিন ধরিয়া মাননীয় রাজবন্দীদের চার কামরাবিশিষ্ট একটি কাষ্ঠনির্মিত বাড়িতে রাখা হয়। ১০০ বর্গফুট পরিমিত প্রাচীর বেষ্টিত বাসাটির এক কামরায় থাকিতেন স্বয়ং হতভাগ্য বৃদ্ধ বাদশাহ বাহাদুর শাহ, এক কামরায় থাকিতেন শাহজাদা জাওয়ান বখ্‌ত ও তাঁহার বেগম এবং তৃতীয়টি দেওয়া হইয়াছিল বেগম জিনাত মহল বেগমকে। অবশিষ্টটিতে অন্যরা থাকিতেন। বাদশাহের সহিত বাহিরের কাহাকেও দেখা-সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হইত না বা বৃদ্ধ বাদশাহের চিকিৎসারও কোন সুব্যবস্থা ছিল না। সর্বমোট ১৬ জন রাজবন্দীর প্রতিদিনের খাদ্যের জন্য বরাদ্দ ছিল মাত্র এগার টাকা। তেল-সাবানের খরচের জন্য প্রতি রবিবার ও মাস পহেলায় মাথাপ্রতি যথাক্রমে এক টাকা ও দুই টাকার বিশেষ বরাদ্দ ছিল। কালি, কলম ও কাগজ তাঁহাদের জন্য সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ছিল।

ডেভিস সাহেবের পত্রে জানা যায় যে, বাহাদুর শাহ নীরবে পরিবর্তিত অবস্থার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। জিনাত মহল বেগম পর্দার আড়াল হইতে তাঁহার সহিত

মাঝে মাঝে আলাপ করিতেন এবং হড্‌সন ও দিল্লীর কমিশনার সাউণ্ডারস্ (Saunders) চালাকি করিয়া তাঁহার ব্যক্তিগত বিশ লক্ষ টাকা মূল্যের যে সম্পদ আত্মসাৎ করিয়াছে তাহা পুনরাবৃত্তি করিয়া বৃথা ফরিয়াদ করিতেন।

১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে নভেম্বর মাসে বাদশাহ বাহাদুর শাহ ভীষণ অসুস্থ হইয়া পড়েন। তাঁহার কণ্ঠনালী প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয় এবং সেই রোগেই তিনি ৭ই নভেম্বর রোজ শুক্রবার সকাল ৫টার সময় ইন্তেকাল করেন। বাজার হইতে কয়েকজন রেলাক ডাকাইয়া জেল কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে অজ্ঞাত স্থানে সমাহিত করে।

পরলোকগত দিল্লীর শেষ মুগলের মৃতদেহ দাফন-কাফন শেষ হইলে বৃটিশ সৈনিকদল তাঁহার কবরস্থান মাড়াইয়া ও খুঁচাইয়া মাটির সঙ্গে সমতল করিয়া দেয়। ফল এই দাঁড়াইয়াছিল যে, উক্ত কবরের কোন চিহ্ন বর্তমান ছিল না। ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে বাহাদুর শাহের কিছুসংখ্যক ভারতীয় মুসলমান ভক্ত রেঙ্গুনে যাইয়া তাঁহার কবরে ফাতেহাখানি পাঠের আয়োজন করেন। কিন্তু তাঁহার কবরস্থান নির্ধারণে তাঁহারা ব্যর্থ হন। অতঃপর স্থানীয় কিছুসংখ্যক বৃদ্ধের সাহায্যে তাঁহারা শেষ মুগল সম্রাটের কবরস্থান নির্ধারণ করিতে সমর্থ হন। সেইখানেই তাঁহারা ফাতেহাখানি পাঠ করেন। অতঃপর সেইখানে তাঁহারা একটি দরগাহ নির্মাণের প্রচেষ্টা চালান এবং সেই অনুসারে ভারতীয় ও বর্মী মুসলমানের নিকট আর্থিক সাহায্য চাহিয়া একটি আবেদন পেশ করেন।[১] কিন্তু বৃটিশ সরকার বহুদিন যাবত দরগাহ নির্মাণে বাধা প্রদান করে। শেষে সকল বাধা অপসারিত হইয়া ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে উক্ত স্থানে দরগাহ বাহাদুর শাহ নির্মিত হইয়াছে। হাজার হাজার মুসলমান বর্তমানে সেই পবিত্র দরগাহ যিয়ারত করিয়া থাকেন।

বাদশাহ বাহাদুর শাহ একজন বড় সূফী-সাধক ছিলেন। তিনি দুনিয়াবী মোহে খুব বেশী আকৃষ্ট ছিলেন না। তিনি চাহিয়াছিলেন বৃটিশ শাসন হইতে ভারতের মুক্তি। সেইজন্য তিনি তাঁহার সবকিছুই স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি সৈনিকদিগকে লুটপাট এবং বেসামরিক ইংরেজদিগকে হত্যা করিতে নিষেধ করেন। ১৮৫৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তিনি সৈনিকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, "There is no necessity to plunder. I will sell my horse. elephants, silver and gold ornaments of state and pay the army. If you intend to plunder the city, kill me first. Afterwards you can do as you please," অর্থাৎ "লুণ্ঠন

১. সেই আবেদনপত্রে টাকা পয়সা প্রেরণের জন্য ঠিকানা দেওয়া হইয়াছিল—হাজী বিলোরুদ্দীন সাহেব, ম্যানেজিং ট্রাস্টি, বাহাদুর শাহ দরগাহ ট্রাস্ট, ১৭৮ ফুট মার্কেট, চাইনাস্ট্রিট, রেঙ্গুন। যাঁহারা সেই আবেদনপত্রে সই করেন তাঁহারা হইলেন—খান বাহাদুর মোহাম্মদ নেকওয়ারা, আব্দুল বারী চৌধুরী, হাসিম মোহাম্মদ ভারোচা, মীর্জা ফখরুদ্দীন মূসা, মীর্জা রাহমাত সুলতান, দাউদ্‌জী আহমাদ মাতালী, বাহাদুর শাহ দরগাহের ট্রাস্টি বৃন্দ, ৬ নং ট্রাস্ট, থিয়েটার রোড, রেঙ্গুন। Mahdi Hussain, op. cit. pp. 433—434.

করিবার কোন দরকার নাই। আমি আমার অশ্ব, হস্তী, রৌপ্য এবং রাষ্ট্রীয় স্বর্ণালঙ্কারসমূহ বিক্রয় করিয়া সৈন্যদের বেতন দিব। কিন্তু তোমরা যদি শহর লুণ্ঠন করিতে চাও তবে আমাকে প্রথমে হত্যা কর এবং পরে তোমাদের যাহা খুশী করিতে পার।"[১] তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় আর্থিক কৃচ্ছ্রতায় পড়িয়াছিলেন, কিন্তু কাহারও উপর কর আরোপ করিয়া অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করেন নাই। হিন্দু বেনিয়ারা ইংরেজ কোম্পানীকে অর্থ লগ্নি দিত অথচ বাদশাহকে কর্জ হিসাবে টাকা দিতেও আপত্তি করিয়াছিল।

রজনী মল্ এবং পুট্টিয়া মল্ নামক বণিককে একদিন ডাকিয়া তিনি কিছু অর্থের কথা বলিলে তাহারা নানাপ্রকার ওজর-আপত্তি করিতে থাকে। বাদশাহ ইহাতে তাহাদিগকে অভয় দান করিয়া বলেন, "I ask you for money as a loan. I do not want it as a tax,"

তিনি বৃটিশ শক্তির অনাচারও অত্যাচারের বিরুদ্ধে, যখনই সুযোগ পাইতেন প্রতিবাদ করিতেন। হিন্দুই হউক আর মুসলমানই হউক তাঁহার প্রজা ইংরেজদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করামাত্র তিনি তাঁহার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করিতেন। যাহীর দেহলবী তাঁহার দাস্তান-ই-গাদর নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, একদা বৃটিশ সরকার গোয়ালাদিগকে গরুর পাল লইয়া শহরের বাহিরে চলিয়া যাইবার আদেশ দেয়। গোয়ালাগণ বাহাদুর শাহের নিকট আসিয়া সে বিষয়ে ফরিয়াদ করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার কর্মচারীদের শহরের বাহিরে নদীর ধারে তাঁবু টানাইতে হুকুম দেন এবং বলেন, "We shall live where our subjects live, I shall share their discomfort." বৃটিশ রেসিডেন্ট ইহাতে হতচকিত হইয়া উঠেন এবং দিল্লীর হিন্দু-মুসলমান সকল নাগরিক বাহাদুর শাহের সহিত ওয়াক্ আউট (walk out) করিতে পারে সেই ভয়ে এই হুকুম প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করেন।

১. Metcalfe, op . cit. p. 216.

গ্রন্থপঞ্জি

Asadullah Khan Ghalib : (I) *Sarguzast-i-Ghalib*
(II) *Dastambu,* (Agra, 1858).

Anson, Maj : *9th Lancers during the India Mutiny.* (London, 1896)

At Kinson Capt. : *The Campaign in India, 1857-58.* (London. 1859)

Bonham, Col. J. : *Oude in 1857,* (London, 1928)

Browne, J. : (I) *Cawnpare aud the Nana of Bithoor.* (Cawnpare, 1890)
(II) *Luck Now and its Memorias of the Mutiny,* (Agra, 1886)

Browne Cave : *Punjab and Delhi in 1857.*

Campbell, George. : *Memoirs of my Indian Career,* (2 Vols, London, 1893)

Cave Browne, J. : *The Punjab and Delhi in 1957,* (2 Vols. Edindurgh, 1861.

Canningham, S.H. : *Canning.* (London, 1903)

Charles Ball : *History of the Indian Mutiny.* 2 Vols (London, 1858-1859)

Chaudhuri, S.B. : *Theories of the Indian Mutiny.* (Calcutta, 1965)

Datta, K.K. : *History of the Freedom Movement in Bihar.*

Duff, A. : *The Indian Rebellion; its causes and results in a series of letters,* (2nd edition, London, 1858)

Forrest : *History of Indian Mutiny,* 3 Vols, (London, 1904, 1912)

Fazle Hoqe : *Muqaddimatus Sawrate-i-Hindiya.*

Jelert, H. : *The Story of Indian Mutiny,* (London, 1916).

Jraham, G.P.I. : *The Life and Works of Syed Ahmad Khan.*

Jreathed, N.H. : *Letters Written during the seige of Delhi,* (London, 1858)

Griffiths, C.J. : *Siege of Delhi.* (London, 1910).

Hara Prasad Chattopadhyaya : *The Sepoy Mutiny*, 1857.

Hunter, W. : *The Indian Musalmans.*

Hussain, Mahdi : *Bahadur Shah II and the War of 1857 in Delhi with Its Unforgettable Scenes.* (Delhi, Atmaram & Sons, 1958)

Holmes, T.R.E. : *The History of the Indian Mutiny.* (London, 1898)

Holloway, : *Essays on Indian Mutiny.*

Hope : *The Story of Indain Mutiny.* (London, 1896)

Hatchinson, G. : *Narrative of the Mutinies in Oude,* (Calcutta, 1859).

Innes : *The Sepoy Revolt,* (London, 1897).

Jiwanlal Munshi & Muinuddin Hassan Khan : *Urdu Diaries, Ergtrons Metcalfe, c.t. Two Native Narratives of the Mutiny in Delhi,* (London, 1898).

Kaye, J.W. : *A History of the Sepoy War in India, 1857—'58.* (Vol 1. 9th ed, London, 1880, Vol II & III, 4th ed, London, 1878)

Kanhiyalal, Pandit : *Tarikh-i-Baghawat-i-Hind.*

Keene, H.G. : *Fifty seven,* (London, 1883)

Majumdar, R.C. : The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857. (Culcutta 1957)

Malleson, Col. G.B. : (I) History of the Indian Mutiny, 3 Vols (London, 1878—'80)
(II) Indian Mutiny. (3rd edition, London, 1906)

Charles Martin : La Puisance Militair Les Anglais dans,

Nasir Nazir : Lal Qila ki aik Jhalak.

Pratul Chandra Gupta : Nana Saheb and the Rising at Cawnpur, (O.U.P. 1963)

Prichard, I.T. : The Mutinies in Rajpootana. (London, 1860)

Ressel, W.H. : My diary in Indian (London, 1960)

Savarkar, V.D. : The India war of Independence, 1857, (London, 1918)

Syed Ahmad Khan : Risalah Asbab-i-Baghawat-i-Hind, 1858. Eng trans, graham colvin, Beneras 1873.

Sen, S.N. : Eighteen Fifty Seven. (Delhi, 1957)

Spear, P. : Twilight of the Mughals, (London, 1951)

Thomson, M. : The Story of Cawnpore. (London, 1859)

Trotter, L.J. : Life of John Nicholson (London, 1897)

Valbezen, E.D.E. : The English in India, (London, 1883)

Wilson, T.F. : Defence of Lucknow (London, 1858)

Young Keeth : Delhi, 1857. (London, 1902)

Zaheer Dehlawi : Dastan-i-Jhadar. (Lahore, n.d.)

Zakaullah, Maulavi : Tarikh-i-Uruj-Ahd-i-Saltanat-i-Inglishiya. A History of the Freedom Movement in India. (Bombay, 1957). A History of the Freedom Movements (Pakistan Historicaling, Karachi, 1960).

ফযলে হক খায়রাবাদী ঃ বাংলা অনু ঃ মহিউদ্দীন খান ঃ আযাদী আন্দোলন, ১৮৫৭, (ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮৯)।

জুলফিকার আহমদ কিসমতী ঃ আযাদী আন্দোলনে আলেম সমাজের ভূমিকা, (ঢাকা, ১৯৭০)।

দুর্গাদাস ঃ বিদ্রোহে বাঙ্গালী, (কলিকাতা, ১৯২৫)।

রজনীকান্ত গুপ্ত ঃ সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, (কলিকাতা, ১৮৯৭)।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, (কলিকাতা, ১৯০৯)।

নগেন্দ্রনাথ বসু ঃ বিশ্বকোষ, (কলিকাতা, ১৯০৪)।

রামপ্রাণ গুপ্ত ঃ মোগল বংশ, (কলিকাতা, ১৯০৪)।

ইফাবা-২০০৭-২০০৮ –প্র/ ৬৪১৫(উ)-৩,২৫০